NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ ডাচদের বিপক্ষে ৯ বোলার ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিলেন রোহিত

সেমিফাইনালের চাপ নেই, বলতে চান না ভারত কোচ ৮

কলকাতা ১৪ নভেম্বর ২০২৩ ২৭ কার্তিক ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.11.2023, Vol.17, Issue No.152, 8 Pages, Price 3.00

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি খুনে অগ্নিগর্ভ জয়নগর

পোড়ানো হল একের পর এক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বগটুইয়ের ছায়া এবার জয়নগরে। জয়নগরে জোড়া খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কাকভোরে নমাজ পড়তে যাওয়ার সময়, বাড়ির কাছেই গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। তাড়া করে এক দুষ্কৃতীকে ধরে বেধড়ক মারতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। তাতে মৃত্যু হয় ওই হামলাকারীর। এরই মধ্যে অপর এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু তাতে জনতার রোষ প্রশমিত হয়নি। জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ছড়ায়। সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বহু বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় অন্তত ২০ থেকে ২৫টি বাড়ি।

বেলা বাড়তেই আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তৃণমূল নেতাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফিরিয়ে দেওয়া হয় দমকলের গাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে এলাকা জুড়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী নামে। সঙ্গে র‍্যাফও।

উল্লেখ্য, মৃত সইফুদ্দিন লস্কর তৃণমূলের বামনগাছি অঞ্চলের সভাপতি। সইফুদ্দিনের স্ত্রী বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার ভোর পৌনে ৫টা নাগাদ নমাজ পাঠের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সইফুদ্দিন লস্কর। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৪-৫ জন দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির। খুনের কারণ ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মৃত তৃণমূল নেতার বাবার দাবি, সিপিএম ও বিরোধীরাই খুনের জন্য দায়ী। একই দাবি করেছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লাও। যদিও বারুইপুর পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সর্দার দুষ্কৃতীদের দিকেই আঙুল তুলেছেন। খুনের কারণ খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ।

এদিকে, এই ঘটনায় শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক টানাপড়েন। তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শওকত মোল্লা আঙুল তুলেছেন সিপিএম এবং বিজেপির দিকে। তাঁর দাবি ‘সিপিএম এবং বিজেপি আশ্রিত সমাজবিরোধীরা সইফুদ্দিনকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল এটাই যে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। কারণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, তাদের পায়ের তলার মাটি নেই।’

তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ খুনের পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বীরভূমের বগটুই গ্রাম। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় শিশু-মহিলা সহ ১০ জনের। ২০২২-এর ২১ মার্চ, বগটুইয়ের সেই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে তৃণমূলকে নিশানা করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। ‘অন্তর্দ্বন্দ্বে তৃণমূল নেতা খুন হওয়ায় দুষ্কৃতীদের বাঁচাতে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের নিশানা করেছে শাসক দল’, অভিযোগ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর। অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনেরদাবি, তৃণমূল নেতা খুনের পর জনরোষেই এই হামলা।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের ধরার আশ্বাস পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনে অভিযুক্ত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তবে কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে, কারা ওই যুবককে মেরেছেন, তা এখনও খোলসা করে জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এলাকায় ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ধান ক্ষেতে ঢুকেও তল্লাশি করেন তদন্তকারীরা।

বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এক জনকে ইতিমধ্যেই আটক করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা তদন্তের পরেই বোঝা যাবে।’ এলাকায় ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অনেকে ২০২২ সালের বীরভূমের বগটুইকাণ্ডের তুলনা টেনেছেন। তা নিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, ‘বগটুইয়ের মতো ঘটনা এটা নয়। এখানে কারও পুড়ে মৃত্যু হয়নি। আমরা দ্রুত পদক্ষেপ করেছি। ১৫-১৬টি বাড়ি জ্বলেছে। তার মধ্যে কয়েকটি গোয়ালঘর। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কারা আগুন লাগিয়েছে, আমরা সব তদন্ত করে বার করব। সকলকে ধরব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।’

কৃষ্ণনগরের সাংসদের পাশেই দল

সাংগঠনিক রদবদলে মহুয়াতেই আস্থা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক রদবদলের তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলার শাসকদল। তাতে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী করা হয়েছে সাংসদ মহুয়াকে। মহুয়াকে নিয়ে বিতর্ক যতই দানা বাঁধুক না কেন, দলের যে তাঁর প্রতিই পূর্ণ আস্থা রয়েছে তা এই একটি সিদ্ধান্তেই স্পষ্ট। দলের সিদ্ধান্ত জানার পর মহুয়া এক্স হ্যান্ডলে দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সংসদে ‘ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন’ নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে, তখন মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সরাসরি কোনও বিবৃতি দেয়নি তৃণমূল। বরং মহুয়ার বিষয়টিকে তাঁর ‘নিজস্ব’ লড়াই হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল দলের তরফে। বিরোধীদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন, মহুয়ার পাশে কেন দল দাঁড়াচ্ছে না? কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মহুয়াকে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়েই পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল তৃণমূল। যা সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করছে তৃণমূলের অন্দরের একটি অংশ।

তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ছিলেন বিধায়ক কল্লোল খাঁ। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। দলের কাজেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন অনেক দিন ধরেই। কল্লোল নিজের ঘনিষ্ঠমহলে জেলা সভাপতি পদ ছাড়ার ব্যাপারেও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন বলে খবর। সে দিক থেকে কৃষ্ণনগরে সভাপতি বদল এক প্রকার অবশ্যম্ভাবীই ছিল। দেখা গেল সেই পদে আনা হল মহুয়াকে।

প্রসঙ্গত, মহুয়া বরাবরই বলে এসেছেন, মমতা এবং অভিষেক তাঁর পাশেই রয়েছেন। সম্প্রতি মহুয়া-প্রশ্নে মুখ খুলেছিলেন অভিষেক। মহুয়াকে শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া যে ভাবে দ্রুত এগিয়েছে, তার সমালোচনা করে অভিষেক বলেছিলেন, ‘উনি নিজেই নিজের লড়াই লড়ে নিতে পারবেন।’

ক্ষমা চাইল টিম পিপ্পা

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত পিপ্পা সিনেমার একটি গান ঘিরে তুমুল বিতর্ক চলছে গত কয়েকদিন ধরে। কাজী নজরুল ইসলামের ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গানটির সুর পরিবর্তন করায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়। নজরুলগীতির যে সুরে আম বাঙালি অভ্যস্ত, তা নিয়ে এ আর রহমানের কাটাছেঁড়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন একাংশের মানুষ। এসবের মধ্যেই এবার বিবৃতি প্রকাশ করল টিম পিপ্পা। নজরুলগীতির আসল সুরের প্রতি শ্রোতাদের যে আত্মিক টান রয়েছে, সেকথাও মেনে নিয়েছে তারা। গানের সুর বদলের জন্য কারও সেন্টিমেন্টে আঘাত লেগে থাকলে, ক্ষমাও চেয়েছে সিনেমা প্রস্তুতকারকরা।

আজ বড়মা দর্শনে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ বড়মার কাছে পুজো দিতে নৈহাটি যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল চারটেয় মন্দিরে পৌঁছনোর কথা তাঁর।

জানা গিয়েছে, প্রথমেই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ পুজো দেবেন অরবিন্দ রোডে নবনির্মিত বড়মার মন্দির সংলগ্ন ১০০ বছর পুরনো ২২ ফুট উচ্চতার ঘন কৃষ্ণবর্ণের বড়মার প্রতিমায়। তার পর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের বড়মার মূর্তিতেও পুজো দেওয়ার কথা তাঁর। সেই মতো পুলিশ প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির তরফে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলা সংগঠনে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দলের জেলা স্তরের সংগঠনে রদবদল করল তৃণমূল। সোমবার তালিকা প্রকাশ করে ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। জেলায় জেলায় সংগঠনে অনেক মুখ পরিবর্তনও করেছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জেলায় জেলায় সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উৎসবের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের জেলা স্তরে সংগঠনের বেশ কিছু রদবদল করেছে। কোথাও জেলার সভাপতি পদে বদল করা হয়েছে, কোথাও দায়িত্বে থাকা নেতাদের সভাপতি-চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতির পদ পেয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। কোচবিহারের জেলা সভাপতি পদে পুনর্বহাল নিয়েছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক। জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মহুয়া গোপ। দার্জিলিং সমতলে পাপিয়া ঘোষ ও পাহাড়ে শান্তা ছেত্রীকে সভাপতি করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরে কানহাইয়ালাল আগরওয়াল ও দক্ষিণ দিনাজপুরে শুভাশিস ভওয়ালকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মালদার জেলা সভাপতি হিসেবে পুর্নবহাল রইলেই আব্দুর রহিম বক্সি।

‘ক্যাশ ফর কোয়ারিজ’ নিয়ে দেশ জোড়া বিতর্কের মধ্যেও গুরুত্ব বাড়ল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর। মহুয়াকে নদিয়া-কৃষ্ণনগর সাংগঠনির জেলার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নদিয়া-রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে অপূর্ব সরকার, মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুরে খলিলুর রহমাকে সভাপতি করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের সভাপতি পদে পুনর্বহাল হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পশ্চিম বর্ধমানের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাবে কোর কমিটি। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঁথিতে পীযূষকান্তি পণ্ডাকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাওড়া গ্রামীণে অরুণাভ সেন ও হাওড়া শহরে কল্যাণ ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হুগলির আরামবাগে রামেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীরামপুরে অরিন্দম গুঁইনকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার দমদম-ব্যারাকপুরে তাপস রায়, বনগাঁয় বিশ্বজিৎ দাস ও বারাসাতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে জয়দেব হালদার, ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুরে শুভাশিস চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরের সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অরূপ চক্রবর্তীকে। পুরুলিয়ার জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সৌমেন বেলথরিয়া। ঝাড়গ্রামের সভাপতি হয়েছেন দুলাল মুর্মু। পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন সুজয় হাজরা ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়ছেন আশিস হুদাইত।

জেলা সভাপতি পদ থেকে সরানো হল অনুব্রতকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর বীরভূমের জেলা সভাপতি নন অনুব্রত মণ্ডল। এবার থেকে সরকারিভাবে বীরভূম জেলার সংগঠন দেখবে ৯ সদস্যের কোর কমিটি। এদিকে জেলার তৃণমূল চেয়ারপার্সন পদে রইলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণার পরই দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, ‘এই সুযোগ দেওয়ার জন্য দলকে ধন্যবাদ।’ তবে জেলা সভাপতি পদে অনুব্রত মণ্ডলের নাম না থাকা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। কোর কমিটির কোনও সদস্যের তরফেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে অনুব্রতর জেল থেকে বেরনোর আশা খুবই ক্ষীণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজনৈতিকমহলের মত, বীরভূমে এবার লোকসভা ভোটে অনুব্রতকে ছাড়াই লড়বে তৃণমূল। জেলার নতুন পদাধিকারীদের নামের তালিকা সামনে আসতেই দেখা যায়, বীরভূমের জেলা সভাপতি পদে নাম নেই অনুব্রতর। বদলে লেখা হয়েছে কোর কমিটির নাম। যা গত ১২ বছরে প্রথমবার।

ফের বিষবাষ্পের কবলে রাজধানী

সুপ্রিম নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দিল্লিতে দেদার ফাটল বাজি

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু কোনও কিছুই দমাতে পারল না দিল্লিকে। দীপাবলির রাতে সেখানে দেদার ফাটল বাজি। দূষণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল্লিবাসী মাতলেন আলোর উৎসবে।

দিল্লিতে গত কয়েক দিন ধরেই বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। ধোঁয়াশায় ঢেকেছে রাজধানীর বাতাস। দৃশ্যমানতাও অনেক কমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে দীপাবলির রাত নিয়ে চিন্তা ছিলই। বাজির ধোঁয়া বাতাসকে আরও দূষিত করবে, সেই আশঙ্কা থেকেই দিল্লিতে বাজির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, দিল্লি আছে সেই দিল্লিতেই। দীপাবলির দিন বিকেল ৪টের পর থেকে দিল্লির অলিগলি থেকে বাজি ফাটানোর শব্দ কানে এসেছে। যা চলেছে মধ্যরাত পর্যন্ত। সোমবার সকালে দিল্লির রাস্তাঘাটে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে অজস্র বাজির বর্জ্য। গোলে মার্কে, রামনগর মার্কে, পাহারগঞ্জ, মন্দির মার্গ প্রভৃতি এলাকায় পোড়া বাজির অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকার ছবি প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।

রবিবার রাতের মানুষের উৎসব পালনের ফল দেখা গিয়েছে সোমবার সকালের বাতাসেও। পুরু ধোঁয়ার আচ্ছাদনে সকাল থেকেই ঢেকে আছে রাজধানী। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কমে হয়েছে কয়েকশো মিটার।

পর পর কয়েক দিন দিল্লির বাতাসের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিছু দিন আগে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় দূষণ খানিকটা কমে। দীপাবলির দিন সকালে দিল্লির বাতাসের মান যথেষ্ট ভাল ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি) জানায়, রবিবার দিল্লিতে বাতাসের গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ছিল ২১৮। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই দূষণের মাত্রা চড়চড় করে বাড়তে শুরু করে। সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের সতর্কবাণী, কোনও কিছুকেই পাত্তা না দিয়ে বাজি পোড়ান মানুষ।

পরিসংখ্যান বলছে, রবিবার রাতে দিল্লির বাতাসের গুণমান কোথাও কোথাও ৯০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশানাল স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় গুণমান ছিল ৯৯৯। পরে অবশ্য তা কিছুটা কমে। আনন্দ বিহার এলাকায় গুণমান ছিল ৮৪৯।

দীপাবলিতে দিল্লির হাল দেখে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদেরা। তাঁদের অভিযোগ, রাতে অনেক এলাকা থেকে বাজি পোড়ানোর বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ ভাবে চলতে থাকলে দিল্লির পরিবেশের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

জেলের খাবারই খেতে হবে জ্যোতিপ্রিয়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর বাড়ির খাবার নয়, এবার জেলের খাবারই খাবেন জেলবন্দি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে রিপোর্ট জমা পড়ল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। ডায়াবেটিক ডায়েট মেনে বালুকে খাবার দেওয়ার মতো পরিকাঠামো তাদের আছে বলে জানিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। ইডি হেপাজত শেষে রবিবারই তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। রাতেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পাঠানো হয় বালুকে।

রবিবার বালুর আইনজীবী জামিনের আবেদনই করেননি আদালতে। বালুর বক্তব্য ছিল, তিনি অসুস্থ। সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। যদিও আদালত সবপক্ষের বক্তব্য শেষে ৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে। আদালতের নির্দেশ মেনে রবিবার বাড়ির খাবারই দেওয়া হয় বর্তমান বনমন্ত্রীকে। জেলের খাবার নয়, ডায়েট চার্ট মেনে বাড়ির খাবার দেওয়া হয়। তবে এবার আর বাড়ির খাবার নয় ‘মন্ত্রীমশাই’য়ের জন্য। জেলে বাকি বিচারাধীন বন্দিরা যে খাবার খান, তাই খেতে হবে বালুকেও।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের পয়লা বাইশ সেল ওয়ার্ডে আছেন বালু। এই সেলে সবথেকে বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এই সেলেই রয়েছে এ রাজ্যের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার অধিকাংশ অভিযুক্ত। যদি জ্যোতিপ্রিয়কে কারও সঙ্গে সেল শেয়ার করতে হচ্ছে না। একাই থাকছেন তিনি। তবে সেলের মধ্যে টিভি, খাট, খবরের কাগজের মতো পরিষেবা নেই তাঁর জন্য। সেলের মধ্যে খবরের কাগজ আসে ঠিকই। কাগজ আলাদা করে দেওয়া হয় না। সেল ঘুরে ঘুরে কাগজ আসবে।

রবিবার রাতে সেলের মেঝেতে কম্বল পেতে শুতে হয়েছে মন্ত্রীকে। একাই থাকছেন সেলে। জেলে মন্ত্রীর জন্য ছিল না কোনও খাটের ব্যবস্থা। মাটিতেই কম্বল পেতে শুতে হয়েছে তাঁকে। আদালত খাট দেওয়া সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ না দিলে এ ভাবেই মেঝেতে কম্বলের উপর শুতে হবে বালুকে।

১ লক্ষের পথে ডেঙ্গু আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যায় সর্বকালীন রেকর্ড। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৭ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭ হাজার ৫০৫ জন। এর মধ্যে ৫৫ হাজার ২৭৮ জন সরকারি হাসপাতাল বা ল্যাবে এবং ৩২ হাজার ২২৭ জন বেসরকারি হাসপাতাল বা ল্যাবে ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৭০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের চেয়ে এবার এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রায় ২০ হাজার বেশি। সরকারি হিসেবে গত বছর মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ২৭১ জন।

বর্ষা বিদায় নিলেও, সপ্তাহে প্রায় ৫ হাজার করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন না স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এই অবস্থায় এবার ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, SHEKHAR AGARWAL, S/O Late Jagdish Prasad Agarwal, resident of 106G, Block- F, New Alipore, Kolkata-700053, WB hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Alipore, Kolkata dated 06.11.2023 that my actual and correct name is SHEKHAR AGARWAL and it recorded in my Aadhar and PAN cards but inadvertently the spelling of my name was recorded as SEKHAR AGARWAL in place of SHEKHAR in my Passport No. L9593870. SHEKHAR AGARWAL and SEKHAR AGARWAL is a same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Moumita Banerjee পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Moumita Banerjee (SEN) ও পুত্রের নাম Adhyan Sen আছে। ৮-১১-২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট নং (86AB 797996) বলে আমি Moumita Banerjee ও Moumita Banerjee (SEN) ও আমার পুত্র Adhyan Sen ও Adhyayan Sen দুজনেই একই ব্যক্তি হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই নভেম্বর । ২৭ শে কার্তিক। মঙ্গল বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ ।পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ , বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন ,মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত ।তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ ।ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি ,দোকান ,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ ।দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ ।এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য ,না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে ।আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ ।বাড়িতে দেবতার পূজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ পন্ডিত জওহরলাল নেহরু র ভূমিষ্ঠ দিবস। শিশু দিবস। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কালীর বেশে পূজিত হন সাঁতরা বাড়ির বড় বউমা

বাঁকুড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গলায় রক্ত জবা কপালে লাল চন্দন এই বেশেই পূজিতা হন মা মুন্ডমালিনী। ঠিক এরকমই দেখতে অভ্যস্ত মায়ের ভক্তরা। কিন্তু এক্ষেত্রে মা কালী কোনও চিন্ময়ী রূপের নন, মা সাক্ষাৎ জীবন্ত। যেখানে মণ্ডপে মণ্ডপে বা বিভিন্ন পারিবারিক পুজোতে দেবী কালীর মূর্তি পুজো করা হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের মির্জাপুরে সাঁতরা বাড়িতে মূর্তির পরিবর্তে বড় বউমাকে কালীর আসনে বসিয়ে পূজিত হতে দেখা গেল। বছরের পর বছর হয়ে আসছে এই আচার।

রীতি অনুযায়ী, সাঁতরা পরিবারের বড় বউমাকে গলায় রক্ত জবা এবং কপালের লাল চন্দনের তিলক দিয়ে সাজাতে দেখা যায়। তারপর শুরু হয় একেবারে শাস্ত্রমতে পুজো পাঠ। আর এই জীবন্ত দেবীর পুজো অর্চনা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ভিড় জমালেন অসংখ্য মানুষ। কথিত আছে, একটা সময় এই বংশের কোনও পূর্বপুরুষ মূর্তিপুজো না করার স্বপ্নাদেশে আদেশ পেয়েছিলেন, কোনও মূল্যবান ধাতু দিয়ে মায়ের মূর্তি তৈরি পুজো করার। তবে সেই সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতার জেরে দামী ধাতু দিয়ে মূর্তি গড়ে পুজো করতে তাঁরা ব্যর্থ হলেও, এক অনন্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এই বংশের পূর্বপুরুষেরা। তাঁরা শুরু করেছিলেন মানবী দেবীর পুজো, সেই রীতি আজও অব্যাহত।

আজও পরিবারের বড় গৃহবধূকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করা হয় আরম্ভরের সঙ্গে। সেই সময় তাল পাতা দিয়ে তৈরি মন্দিরে মানবী দেবীর পুজো শুরু হয়েছিল সাঁতরা পরিবারে। এখন অবশ্য পাকাপোক্ত মন্দির তৈরি হয়েছে, সেখানেই চলে দেবীর আরাধনা। এই সাঁতরা পরিবারের বর্তমানের বড় গৃহবধূ হীরাবালা সাঁতরা গত ৩৮ বছর ধরে মা কালী রূপে পূজিতা হয়ে আসছেন, এবারেও তার অন্যথা হয়নি। তাঁকে দেবীর আসনে বসানোর পর, পুরোহিত দেবী রূপেই পুজো করলেন।

এই পরিবারের জামাই শ্যামল সাঁতরা জানান, দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে,পরিবারের সব সদস্যরা বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আগের তুলনায় আড়ম্বর আরও বেশি হচ্ছে, এই পুজোকে কেন্দ্র করে আশপাশের সকল মানুষ মেতে ওঠেন। এই পরিবারের কন্যা প্রীতিকণা সাঁতরা বলেন, 'আমরা ছোটবেলা থেকেই এই রীতি দেখে আসছি আমার জন্মযাত্রী মা কালী রূপে পূজিত হয়, এই পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের খুবই আনন্দ উপভোগ হয়।' আগামী দিনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই রীতি পালন হয়ে আসবে বলেই দাবি পরিবারের সদস্যদের।

চলন্ত ট্রামে গণ ভাইফোঁটা, অংশ নিলেন যৌমকর্মী থেকে বিশিষ্টরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলন্ত ট্রামে গণ ভাইফোঁটা। সোমবার মহানগরীর পথে ক্যান্সার ও দুরারোগ্য থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুদের ভাইফোঁটা দিলেন যৌনকর্মী সহ সমাজের বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষজন। ধর্মতলা থেকে ট্রাম্প কি যায় শ্যামবাজার এবং পুনরায় ফিরে আসে ধর্মতলার ট্রাম ডিপোতে। দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা সংগঠনের প্রতি বছরের ন্যায় এবছর আয়োজন করে 'বিভেদহীন ভাইফোঁটা'। তিন দিন ধরে তাদের এই কর্মসূচি চলবে সোমবার ছিল প্রথম দিন ।

রাজ্যে প্রথমবার থ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু এবং অনাথ আশ্রমের ছাত্র ছাত্রীদের ভাইফোঁটা দিলেন যৌনকর্মী ও অ্যাসিড আক্রান্ত, ক্যান্সার আক্রান্ত দিদিরা। এই উপলেক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তর যেমন রাজনৈতিক, চিকিৎসক, সমাজসেবী, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় জগতের কলাকুশলিদের পাশাপাশি পুলিশ ও অন্যান্য স্তরের ব্যক্তিরা এই ভাইফোঁটা নেন।

এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বৈশালী ডালমিয়া (সমাজবন্ধু) , দেবযানী ঘোষ (আইনজীবী), পণ্ডিত মল্লার ঘোষ (আন্তর্জাতিক তালবাদকশিল্পী),বিপিণ গণোত্রা (পদ্মশ্রী), দেবাশিস ঘোষ, শান্তি দাস। ছোট ছোট শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নানা ধরনের খেলনা ও অন্যান্য উপহার। অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবেদনের দৃষ্টিহীন মহিলা খেলোয়াড়রা তাদের প্রতি ভাইফোঁটা নিবেদন করে তাদের শুভকামনা জানান।

পুলিশ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত ৩, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: পুলিশ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন যুবক, গুরুতর জখম বনগাঁ মহিলা থানার আইসি এবং তার গাড়ির চালক। রবিবার কালীপুজোর রাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার পাঁচপোতা এলাকা। মৃত তিন যুবকের নাম তন্ময় কীর্তনীয়া,অমিত মাঝি ও সুজিত। মৃতদের বাড়ি গোপালনগর এলাকায়। মৃত তিন যুবকের পরিবার সহ স্থানীয়রা বনগাঁ মহাকুমার হাসপাতালে এসে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল সেই কারণেই পুলিশের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে এবং তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই তিন যুবকের। অন্যদিকে মোটরবাইকে ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বনগাঁ থানার মহিলা আইসি অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি। গুরুতর চোট পান তিনি। পাশাপাশি জখম পুলিশ গাড়ির চালক। জখম অবস্থায় তাদের বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাশাপাশি তিন যুবককে বনগাঁ মহকুমার হাসপাতাল নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে ওই তিন যুবক মোটরবাইকে চেপে স্থানীয় মামুদপুরে যাচ্ছিল সে সময় উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা পুলিশ ভ্যানের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে ছিটকে পরে তিন যুবক। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ এই মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী। কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছেন পুলিশের চাঁদা জুলুম থেকে বাঁচতে ওই তিন যুবক রুদ্রশ্বাসে মোটরবাইক নিয়ে পালানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় মৃত তিন যুবক অমিত মাঝি, সুজিত হালদার ও তন্ময় কীর্তনীয়ার মধ্যে অমিত মাঝি বনগাঁয় একটি ফাইন্যান্স কোম্পানিতে কাজ করে। সুজিত হালদার ও তন্ময় কীর্তনীয়া ভিন রাজ্যে কাজ করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া গ্রাম জুড়ে। তবে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সকলেই। খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসের পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক।

শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও জনপ্রিয় বনকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও একই ভাবে জনপ্রিয় বনকালী। প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুরু হয় সকাল ১১টায় শেষ হয় দুপুর ২টোয়।

প্রতিবছর কালী পুজোর পরের দিন জঙ্গলের মধ্যেই বনকালীর মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজোর সূচনা হয়েছিল আনুমানিক সাড়ে চারশো বছর আগে। রাজকুসুম গ্রামের রায় পরিবারের সদস্য সনৎ কুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁদেরই পূর্বপুরুষ এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পূর্বে জঙ্গলের মধ্যেই মূর্তি এনে পুজোর আয়োজন হত। পুজোর পুরোহিত ছিলেন কাঁকসার গোপালপুরের ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে। সেই সময় পুরোহিতকে রীতিমতো লাঠিয়াল সঙ্গে করে জঙ্গলে আনা হত।

গোটা এলাকায় চাষ হত। ছিল না তেমন রাস্তাঘাট। তাই ধান খেতের মাঠের আল দিয়ে লাঠিয়াল দিয়েই আনা হত পুরোহিত। একবছর প্রবল বৃষ্টির সময় মাঠের আল দিয়ে জঙ্গলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সকলকে। সেই বছর পুরোহিত স্বপ্নাদেশ পান। দেবী কালী তাঁকে তাঁর বাড়িতেই পুজো করতে বলেন। প্রায় ১০০ বছর আগে দেবীর নির্দেশ মেনে কাঁকসার গোপালপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে শুরু হয় দেবী কালীর পুজো। যেহেতু জঙ্গলে বহু বছর ধরে পুজো হতো তাই পুরোহিত দেবীর কাছে জানতে চেয়েছিল জঙ্গলে মূর্তি না থাকলে সেখানে সে কোথায় পুজো দেবে।

উত্তরে দেবী তাঁকে জানিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের গায়ে দুটো চোখের আকৃতি দেখা যাবে সেই গাছেই তিনি বিরাজমান থাকবেন। সেই গাছের গোঁড়ায় মূর্তি ছাড়াই হবে পুজো। ভক্তরা নিজেই আসবে পুজো দিতে। তাই রীতি মেনে কালীপুজোর পরের দিন রাজকুসুম গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে আজও একই ভাবে চলে বনকালীর পুজো। স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও বনকালীর স্থানে পুজো দিতে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান প্রতি বছর।

জঙ্গলের মধ্যে পুজোর আয়োজন হলেও আজও থাকে না কোনও মূর্তি। রাজকুসুম গ্রামের বাসিন্দা মাম্পি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দেবীর উপস্থিতি পুজো স্থানের চারিদিকে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি গাছের গায়ে চোখের আকৃতি দেখা যায়। মানুষ আসেন তাদের মনস্কামনা নিয়ে। অনেকেই আসে পরিবারের সকলের সুখশান্তি কামনা করতে। আবার অনেকেই আসেন তাঁদের মনস্কামনা পূরণ হলে পুজো দিতে। পুজোর জন্য কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তবে মানুষ প্রতি বছর নিজেই দেবীর মাহাত্যর কথা শুনে ভিড় করেন।

মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ঢল বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কালীপুজোর শহর বারাসাত, মধ্যমগ্রামে মানুষের ঢল নামল সোমবার। কালীপুজোর দিন অর্থাৎ রবিবারও দর্শনার্থীরা মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছিল। কালীপুজোর কারণে ভিড় কিছুটা কম থাকলেও সোমবার সকাল থেকেই রাস্তায় নেমেছে মানুষ। এদিন সকাল ১১ টা থেকেই মণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায়। অনেকের দাবি, রাতের ভিড় এড়াতেই দিনের আলোয় প্রতিমা দর্শন করে রাতে মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জা দেখবে। বেলা যত গড়িয়েছে ততই দর্শনার্থীদের ভিড় জমেছে বারাসাত ও মধ্যমগ্রামে। সন্ধের পর থেকে ভিড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। খাবারের দোকানগুলিতেও ভিড় উপচে পরছে। এছাড়া পুজোর রাতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর জন্য ও অসামাজিক কাজের জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বড়সড় কোনও অপ্রিয়কর ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

আধার, আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে ব্যাংক জালিয়াতি নিরাপত্তার দাবিতে সরব 'ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নানা ভাবে ব্যাংকিং প্রতারণার শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। কখনও গ্রাহকদের অজান্তেই আধারে থাকা আঙুলের ছাপকে কৌশলে কাজে লাগানো হচ্ছে, কখনও আবার লিংক পাঠিয়ে কৌশলে ব্যাংকিং তথ্য জেনে নিয়ে চলছে প্রতারণা। এ নিয়েই এবার সরব হল 'ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'। সংগঠনের তরফে এ বিষয়ে আরবিআই গভর্নরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগেও দিয়েছে তারা। মূলত, ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে গ্রাহকের আঙুলের ছাপের নকল ব্যবহার করে দুষ্কৃতিরা যে 'আধার এনাবেল্ড পেমেন্ট সিস্টেম' ব্যবস্থাকে জালিয়াতির কাজে অপপ্রয়োগ করছে নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'-এর সদস্যদের বক্তব্য, তাঁরা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছেন ৮১.৫ কোটি ভারতীয়ের স্পর্শকাতর তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চুরি যাওয়া এই তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে আছে কোটি কোটি নাগরিকের আধার এবং পাসপোর্টের বিবরণ, নাম, ফোন নম্বর, স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা। এ নিয়েই তাঁদের উদ্বেগ, এই তথ্য সত্যি হলে ভবিষ্যতে ব্যাংকে কষ্টার্জিত অর্থ রাখা মানুষগুলি বিপদে পড়তে পারে। ব্যাংকে মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে বিপদে-আপদের জন্য, বৃদ্ধ বয়সে জীবনধারণের জন্য। সেই অর্থ কারও গাফিলতিতে খোয়া গেলে সমূহ বিপদ।

ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া -র প্ল্যাটফর্ম 'আধার এনাবেল্ড পেমেন্ট সিস্টেম' ব্যবস্থাকেই এই ধরনের প্রতারণার জন্য দায়ী করে মঞ্চের দাবি, 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে আধার সংখ্যার সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করা বাধ্যতামূলক নয়। অ্যাকাউন্টধারীর অভিন্ন পরিচয় ও ঠিকানার কেওয়াইসি প্রমাণপত্র হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বারা নির্দেশিত বৈধ নথিপত্রের মধ্যে একটি ঐচ্ছিক বিষয়মাত্র।

সংগঠনের কথায় এ নিয়ে বারবার সরব হওয়ার পরেও তারা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পায়নি যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এ ধরণের জালিয়াতি রোধে যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে অথবা গ্রাহকের সম্মতির অনুপস্থিতিতে এ.ই.পি.এস. ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করেছে বা ডিবিটি-গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র কোনও সঙ্কেতচিহ্ন যোগ করেছে।

সংগঠনের দাবি, সকল ব্যাংকের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক যে তাঁরা যেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সময়ে আধার তথ্য জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহকের উপরে জবরদস্তি না করেন, কারণ বর্তমান নির্দেশনামা অনুযায়ী এটা বাধ্যতামূলক নয়।

ব্যাংক যেন গ্রাহক বা অ্যাকাউন্টধারীকে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে আধার সংখ্যা বিচ্ছিন্ন করতে নিরুৎসাহিত না করেন। বরং ব্যাংকের উচিত হবে এই কাজটি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তৎপর হওয়া। কেওয়াইসি প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত, কারণ এর সঙ্গে বায়োমেট্রিক উপায়ে আধার তথ্য দাখিল করার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ব্যাংকগুলির পক্ষে উচিত হবে ভোটার কার্ড, ইলেক্ট্রিক বিল, ল্যান্ডলাইন ফোনের বিল প্রভৃতি কেওয়াইসি নথি ও ঠিকানার প্রমাণ ব্যবহারের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া। এ.ই.পি.এস. ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকা তোলা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হওয়াটা অনাকাঙ্ক্ষিত। ব্যাংকগুলিতে এমন যথাযথ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতে হবে যাতে গ্রাহকের বিশেষ সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় থাকবে। রেজিস্ট্রারের অফিস, মোবাইল ফোনের সিম বিক্রয়কেন্দ্র, রেশন দোকান প্রভৃতি আঙুলের ছাপ হস্তগত করার পক্ষে দুর্বল লক্ষ্যস্থানগুলির উপরে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাত সকালে বেলগাছিয়ায় দুর্ঘটনা
গাড়ির ধাক্কায় দোকানে মৃত্যু দোকানির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাত সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিজের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক দোকানির। গুরুতর আহত দোকানেরই আরও ২ কর্মী।

কালীপুজো কাটতে না কাটতেই সোমবারের সকালে দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতার বেলগাছিয়া মেন রোড। জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে বসে থাকা ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। গাড়িতে ছিলেন বাবা ও ছেলে। সম্ভবত পুজো দিয়ে ফিরছিলেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও বেলগাছিয়া মোড়ে নিজের দোকানে বসেছিলেন ব্যবসায়ী। আরও দু'জন দোকানের ভিতরে ছিলেন। সেসময় একটি গাড়ি ইউ-টার্ন নিয়ে আরজি কর হাসপাতালের দিকে এগোচ্ছিল। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা ওই

দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দোকানির। দোকানে উপস্থিত থাকা আরও দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই গাড়িতে ছিলেন বাবা ও ছেলে। তাঁরা পুজো দিয়ে ফিরছিলেন। ছেলেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ইউ টার্ন নেওয়ার সময় দোকানে ধাক্কা মারে। সেই সময় ওই ব্যবসায়ী পা ঝুলিয়ে দোকানে বসেছিলেন। আচমকা গাড়ি ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির পরই ঘাতক গাড়ির চালককে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়দের একাংশ। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককে।

কয়েক দিন আগেই বেহালায় দুই বাসের সংঘর্ষে বেশ কয়েক জন যাত্রী জখম হন। গত ৪ অগস্ট কলকাতার বেহালা এলাকায় মাটিবোঝাই লরির ধাক্কায় দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়।

জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে ও স্ত্রীর লকার খুলে হতাশ ইডি! গয়না সরানো হয়েছে ধারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির জাল কীভাবে ছড়িয়েছে? কীভাবে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে, তারই তদন্তে ইডির নজর ছিল গ্রেপ্তার হওয়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাঙ্কের লকারে। সেখান থেকে বিপুল সম্পত্তির হদিশ অথবা গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলতে পারে বলে আশা ছিল ইডির।

তবে এ যাত্রায় হতাশই হলেন তদন্তকারীরা।। ব্যাঙ্কের লকারে খোঁজ করতেই ইডি দেখে, সেখানে অতিরিক্ত গয়না নেই। ইডির দাবি, বেগতিক বুঝেই লকার থেকে হয়ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে গয়না। সূত্রের খবর, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রী

মণিদীপা মল্লিক ও কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের নামে দু'টি লকারের চাবি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। দু'টি লকার সল্টলেকের।

ইডি সূত্রে খবর, বিপুল পরিমাণে নামে ও বেনামে সম্পত্তি রয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জোতিপ্রিয় মল্লিকের। তদন্তে ইডির হাতে আসা তথ্য থেকে মনে করা হচ্ছে, বাকিবুরের ২০ কোটি ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার১৯৪ টাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তিনটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়। সেই টাকা বাঁকুড়ার দু'টি কোম্পানি বা ফার্মে যায়। এই দু'টি কোম্পানি পার্টনারশিপে ছিল সিপি জেনা। জ্যোতিপ্রিয়র সিএ শান্তনু ভট্টাচার্য কোম্পানির বিষয়টি দেখতেন।

বাঁশদ্রোণী ও রানিকুঠিতে দু'জনের বাড়িতে সাম্প্রতি ইডি অভিযান চালায়। এই দুই কোম্পানিতে ডামি পার্টনার ছিল। বাস্তবে এই দুই ফার্মে কোনও ব্যবসা আদতে করা হত না। ইডি সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৬.০৩ কোটি টাকা এবং মেয়ের অ্যাকাউন্টে ৩.৭৯ কোটি টাকা ঢুকেছিল। ২০১৬ সালে স্ত্রী অ্যাকাউন্টে ও ২০১৭ সালে মেয়ের অ্যাকাউন্টে ঢোকে ওই বিপুল টাকা।

নিয়ম ভেঙে রাতভর বাজি ফাটতেই বিপদ বাড়ল, কলকাতার বাতাষে 'বিষ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দূষণ রোধে আদালত বাজি পোড়ানোর সময় বেঁধে দিয়েছিল। গ্রিন বাজিতেই শুধু সবুজ সংকেত ছিল। কিন্তু আইনি নির্দেশ মানছে কে?

বিপদ জেনেও তার গুরুত্বই বা বুঝতে পারছে কতজন? তার জেরেই দীপাবলির পরের রাতে দিল্লির বাতাসের 'অতি বিপজ্জনক' পরিস্থিতি। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স কোথাও কোথাও ৯০০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে পিছিয়ে নেই তিলোত্তমাও। পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফেটেছে শহরেও। ফলে সকাল হতেই দেখা গেছে বাতাসের গুণমানের অতি ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

পরিবেশবিদরা বলছেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বালিগঞ্জ ও যাদবপুর এলাকায় বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) 'ভেরি পুওর'। এখনই একিউআই ৩০০-৪০০-র মধ্যে। রবিবার সন্ধের পর থেকে হাওড়ার

এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সও ২৫০ ছাড়িয়ে যায়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, কলকাতায় এই সময়ে আল্ট্রাফাইন পার্টিকুলেট পিএম ২.৫-এর মাত্রা অনেকটাই বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) দূষণের যে মাপকাঠি স্থির করেছে তা বহুগুণে ছাপিয়ে গেছে শহরের দূষণ। বায়ুদূষণের যে মাত্রা আমাদের দেশে স্থির করা রয়েছে কলকাতার দূষণ তার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। আর হু-এর নির্ধারিত মাত্রার ১০ গুণ বেশি। রাজ্য পরিবেশ দপ্তরও জানিয়েছে, কলকাতা সহ এ রাজ্যের কয়েকটি জেলায় দূষণের মাত্রা বেড়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাতাসের গতিবিধির দিকে নজর রেখে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল সেন্টার পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। তা থেকে এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। কলকাতার দূষণের মাত্রা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বিশেষজ্ঞদের কপালে।

কলকাতা মেডিক্যালে আগুন, দ্রুত নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগুন লাগল সোমবার। এদিন বিকেলে হাসপাতালের ১ নম্বর গেটের কাছে হেমাটোলজি বিল্ডিংয়ের দোতলার ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

তবে ওই বিল্ডিংয়ে কোনও রোগী না থাকায় বিল্ডিং খালি করার প্রয়োজন হয়নি। হাসপাতালের হেমাটোলজি বিল্ডিংয়ে সাধারণত রক্ত পরীক্ষা করাতে আসেন রোগীরা। কোনও রোগী সেখানে ভর্তি থাকেন না। তবে সেখানে রক্ত হিমায়িত করে রাখা হয়। তাই তাপমাত্রার তারতম্য করা হয় যান্ত্রিকভাবে। সেখান থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগেছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার

খবর পাওয়ার পর অন্য বিল্ডিংয়ের রোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বলে খবর। অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার অঞ্জন অধিকারী জানিয়েছেন, 'হাসপাতালে ল্যাবে আগুন লাগে। সেই সময় সেখানে কেউ ছিলেন না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।'

প্রয়াত সিপিএমের প্রবীণ নেতা বাসুদেব আচারিয়া

নিজস্ব প্রকতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত সিপিএমের প্রবীণ নেতা বাসুদেব আচারিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন একসময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ এই নেতা। হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সোমবার দুপুরে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বাঁকুড়ার ৯ বারের সাংসদ ছিলেন এই বর্ষীয়ান নেতা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বাসুদেবের মৃত্যুতে শোকাহত তাঁর দলের সদস্য ও সতীর্থরা। শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরুলিয়ার আদ্রার বাসিন্দা ছিলেন বাসুদেব আচারিয়া। কিন্তু, তাঁর রাজনৈতিক ভূমি ছিল বাঁকুড়াই। ১৯৪২ সালের ১১ জুলাই পুরুলিয়ায় জন্ম। সেখানেই পড়াশোনা। ছাত্র বয়সেই বাম আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়া। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত বাঁকুড়ার সাংসদ ছিলেন তিনি। একসময় রেলের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছেন। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্যও ছিলেন বাসুদেব আচারিয়া।

২০১৪ সালে শেষবার নির্বাচনে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। সেবার তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন সেনের কাছে পরাজিত হন। তার পর থেকে অবশ্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছিলেন বাসুদেববাবু। পরের দিকে শারীরিক অসুস্থতাও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জানা গিয়েছে, বাসুদেবের এক মেয়ে বিদেশে থাকেন। তাঁর সেকেন্দ্রাবাদে পৌঁছতে মঙ্গলবার হয়ে যাবে। সেখানেই প্রয়াত নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ভাইফোঁটা থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের জেলা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর পর থেকেই মেঘমুক্ত আকাশ পেয়েছে বঙ্গবাসী। বৃষ্টি এসে জ্বালায়নি। তবে, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বুধবার থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ন'টি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলতে পারে। সবে কালীপুজো শেষ হয়েছে। এখনও ভাইফোঁটা, কার্তিকপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো বাকি। যার রেশ চলবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। এর মধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর সোমবার জানাল, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার জেরে ভাইফোঁটার দিন থেকেই দক্ষিণবঙ্গে শুরু হতে পারে বৃষ্টি।আবহাওয়ার সর্বশেষ রিপোর্ট জানাচ্ছে, বুধবার বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। তবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের মোট ন'টি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর। যে জেলাগুলিতে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা সেগুলি হল, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে,শনিবার সকাল থেকে সামান্য বদলাতে পারে পরিস্থিতি। রাজ্য জুড়ে আবহাওয়ায় শীতের আমেজ বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বৃষ্টি তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতায় বদল আনতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিজয়ারই বাঁশি বাজে...

বাগবাজার ঘাটে কালীপ্রতিমার নিরঞ্জন। ছবি: অদিতি সাহা

পুজোর চাঁদার নামে জুলুমবাজি! ঝামেলা মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে তোলবাজির অভিযোগ খাস কলকাতায়। মালবাহী গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে চাঁদার জুলুমের অভিযোগ। বাধা দিতে গিয়ে মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার একটি কালীপুজো কমিটির সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হল পুলিশ। এমনকী, ওই পুজো কমিটির কিছু সদস্য নিউ মার্কেট থানায় গিয়ে চড়াও হয়, এমনও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় নিউ মার্কেট থানার অতিরিক্ত ওসি-সহ পাঁচজন আহত হন। এই ঘটনায় ন'জনের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করে। এর মধ্যে উত্তম সাহা, শিবম সিং ও মনীশ সিং নামে তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা মত্ত অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিউ মার্কেট এলাকায় রানি রাসমণি রোডে একটি কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, রবিবার একটি মালবাহী গাড়ি ওই অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় কালীপুজো কমিটির সদস্যরা গাড়িটিকে আটকায়। মুরগি বহনকারী মালবাহী গাড়ির চালককে প্রথমে ৫ হাজার টাকা চাঁদার বিল ধরানো দেওয়া হয়। পরে দরাদরি করে তা হাজার টাকায় নামলেও চালক তা দিতে রাজি হননি। এর পরই ওই চালকের সঙ্গে কয়েকজনের ধাক্কাধাক্কি হয়। তাঁর গাড়ির চাবি কেড়ে নেওয়া হয়। গোলমালের খবর পেয়ে নিউ মার্কেট থানার কয়েকজন পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে যান। গোলমাল থামাতে গেলে ওই পুজো কমিটির কয়েকজন মত্ত সদস্য পুলিশকর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থল থেকে তিন যুবককে ধরে পুলিশ নিউ মার্কেট থানায় নিয়ে যায়। তাঁদের ছাড়াতে নিউ মার্কেট থানায় যায় কমিটির সদস্যরা।থানার ভিতর প্রথমে পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা হয়। এর পর থানার মধ্যেই পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশকর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, হামলায় নিউ মার্কেট থানার অতিরিক্ত ওসি, একজন সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন কনস্টেবল ও একজন হোমগার্ড আহত হন। আহতদের মধ্যে এক মহিলা পুলিশকর্মীও রয়েছেন। রাতেই তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।

যদিও ওই পুজো কমিটির দাবি, এলাকার একটি বাচ্চা ছেলেকে গাড়িটি ধাক্কা দেয়। এর পরই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে চালকের বচসা শুরু হয়। যদিও পুলিশের দাবি, ওই চালকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া গাড়ির চাবি উদ্ধার করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের পালটা দাবি, থানায় কথা বলতে গেলে মহিলা পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পুলিশই ধাক্কাধাক্কি করে। পুলিশের অভিযোগ, শুধু হাত দিয়ে মারধর নয়, লাঠি দিয়েও পুলিশকর্মীদের মারধর করা হয়। তাই তাঁদের আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তোলাবাজির চেষ্টার মামলা করা হয়। এ ছাড়াও সরকারি কাজে বাধা দেওয়া ও পুলিশকে মারধরের জন্যও মামলা হয়। সোমবার ধৃত তিনজনকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে তোলাবাজির চেষ্টার মামলায় তিন অভিযুক্তকে বিচারক জামিন দেন। তবে পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে তিন জনকেই এক দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। বাকি ৬ অভিযুক্তর সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভাইফোঁটার বাজারে হাতে ছ্যাঁকা, দাম আবেগ কমাতে পারেনি উৎসবের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কালীপুজোর পর ভাইফোঁটা নিয়ে বাঙালির আলাদা একটা আবেগ আছেই। এইদিনে ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ফোঁটা দেন বোনেরা। সঙ্গে পাতে সাজিয়ে দেন মিষ্টি। আর তার প্রস্তুতি শুরু হয় ভাইফোঁটার আগের দিন থেকেই। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই টালা থেকে টালিগঞ্জ, বা বালি থেকে বালিগঞ্জে। আর এই প্রস্তুতির আঁচ মেলে মিষ্টির দোকানে লম্বা লাইনে। আক্ষরিক অর্থেই তিল ধারণের জায়গা থাকেনা ছোট-বড় কোনও মিষ্টির দোকানেই। এদিকে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের কাছেও বাণিজ্য করার জন্য এটাও একটা বিশেষ দিন তো বটেই। আর সেই কারণেই ভাইফোঁটার উপলক্ষ্যে নানা দোকানে তৈরি হয় বিশেষ মিষ্টিও। যার মধ্যে ভাঁড়ে ভাপা সন্দেশ আর ভাইফোঁটা লেখা বিশেষ মিষ্টির চাহিদা তুঙ্গে। এছাড়াও দেদার বিকোয় বিভিন্ন ধরনের নোনতাও।

তবে মিষ্টির ব্যবসায়ীদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। যার গ্রাফ সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী। এদিকে বেড়েই চলেছে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। যা যে কোনও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীর পক্ষে সবথেকে বড় মাথা ব্যাথার কারণ। সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে পাম তেলের দামও। শুধু তাই নয়, দাম বেড়েছে চিনি থেকে দুধেরও। গরুর দুধ ৬০-৭০ টাকা লিটার, মোষের দুধ ১২০ টাকা লিটারে বিক্রি হচ্ছে। ছানার দাম ২০০-২৫০ টাকা কেজি। অথচ মাস দুয়েক আগেও ৫০-৭০ টাকা কেজিতে দুধ মিলেছে। ফলে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের কাছে মিষ্টি তৈরির কাঁচামালের দাম বেড়েছে অনেকটাই। সঙ্গে মিষ্টি তৈরির উপকরণের সঙ্গে কারিগরদের মজুরিও বেড়েছে ১০ শতাংশ। তবে মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানান, এই মূল্যবৃদ্ধির তেমন প্রতিফলন এখনও পড়েনি মিষ্টি কেনার ক্ষেত্রে। এতো কিছুর মাঝেও ভাইফোঁটার দিনটা যে বড় ভরসার জায়গা মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কাছে তা জানাতেও তাঁরা ভোলেননি। এদিকে দাম যে কোনও ফ্যাক্টরই নয় ভাইফোঁটায় তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি সোমবার সন্ধের পর থেকে মিষ্টির দোকানে লাইন দেখে। প্রতি বছরের মতো এবারও ভাইফোঁটার মিষ্টি নিয়ে আবেগ লাগামছাড়া। শুধু দোকানই বা কেন সরাসরি মিষ্টি কেনার হিড়িক রয়েছে অ্যাপের মাধ্যমেও। সুইগি, জোম্যাটো, উবের ইটস-এর মতো ডেলিভারি অ্যাপের ফরমায়েশ তালিকায় এদিন মিষ্টির চাহিদা নজরকাড়া। নানা অ্যাপ বাজারে এলেও দোকানে লাইন দিয়ে মিষ্টি কেনার সেই ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত কলকাতায়।

এদিকে প্রতিপদ থেকেই অনেক বাড়িতে শুরু হয়েছে ভাইফোঁটা দেওয়ার পালা। আর এই ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে মিষ্টি প্রস্তুতকারী বিভিন্ন সংস্থাও সামনে এনেছে তাদের বিশেষ মিষ্টি। এই তালিকায় রয়েছে বেকড রসগোল্লা, ভাপা সন্দেশের মতো হাজারো মিষ্টি।সঙ্গে 'ভাইফোঁটা' লেখা বিশেষ মিষ্টির চাহিদা তো তুঙ্গে থাকে ফি-বছরই। পাশাপাশি চাহিদা রয়েছে চকোলেট বা বাটারস্কচের গন্ধের মিষ্টিও। বাজারে হাজারো মিষ্টি এলেও

রসগোল্লা- পান্তুয়া- খাজা-গজা-মিহিদানার রাজ্যপাট এখনও বহাল।

এদিকে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে শহরের পুরনো দোকানগুলির অন্যতম কেসি দাশের সুবিখ্যাত ভাইফোঁটা সন্দেশের চাহিদা বরাবরের মতো এবারও শীর্ষে। সেই ট্র্যাডিশনাল খাজা, গজা, বালুসাই, অমৃতকুম্ভ, রসমালঞ্চের পাশাপাশি শুভদীপ, ক্রিম ডিলাইট, ক্রিম স্যান্ডুইচের মতো ট্রেন্ডি মিঠাই হাজির বিপণির শোকেসে। অন্যদিকে গাঙ্গুরামে নজরে এসেছে ফলের নির্যাস থেকে তৈরি নানান স্বাদের সন্দেশ। মিষ্টিপ্রেমীদের মন জয় করতে আসরে হাজির বেদানা, কালো আঙুর, আনারসের মোড়ক দেওয়া সন্দেশরাজি। এদের পাশাপাশি সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চালাচ্ছে গাঙ্গুরামের ট্র্যাডিশনাল 'ইন্দ্রাণী'।

পিছিয়ে নেই বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিকও। এবছরেও ভাইফোঁটার জন্য রয়েছে স্পেশাল থালি। আটপৌরে ও আধুনিক রসনার মিলমিশে সেখানে থাকছে রকমারি কয়েক কিসিমের মনমাতানো মিষ্টির মেলা। মিষ্টির থালায় ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যাক্রিলিকের পাশাপাশি মাটি ও কাঁসার মতো উপাদান। শুধু দোকানেই নয়, নিজস্ব অনলাইন ডেলিভারি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা পূর্ণ করার পরিকল্পনা বেশ কিছু দিন ধরেই চালু এই দোকানের একাধিক শাখায়। অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবার মাধ্যমে মিষ্টি পৌঁছে যাচ্ছে কলকাতার বাইরেও। এদিকে আবার ভীম নাগের দোকানে লেডিকেনি এবং আশু ভোগ তো এখনও সমান জনপ্রিয়। এদের চকলেট সন্দশ, রসগোল্লা আর 'আবার খাবো সন্দেশ'ও কিন্তু বেশ জনপ্রিয়। সঙ্গে মন জয় করতে রয়েছে আইসক্রিম সন্দেশ, রোজ ক্রিম সন্দেশ এবং পেস্তা সন্দেশও। ভাইয়ের পাতে নানা স্বাদের মিষ্টি যাঁরা সাজিয়ে দিতে পছন্দ করেন তাঁদের ডেস্টিনেশন নিঃসন্দেহে বৌবাজারের এই দোকান।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম নির্দেশে বকেয়া ‘বিগ’ মামলাগুলির নিষ্পত্তি হোক

দেশের মোট সাংসদদের ৪০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৪ জন সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। অপরাধীর সংখ্যার খতিয়ানে দল হিসাবে এক নম্বরে বিজেপি। তাদের মোট ৩৮৫ জন সাংসদের মধ্যে ১৩৯ জন অভিযুক্ত। যদিও লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে সাংসদদের মধ্যে এগারো জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা, ৩২ জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা, ১৯ জনের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের মামলা রয়েছে চার জনের বিরুদ্ধে। এডিআর-এর রিপোর্ট আরও বলছে, দেশের সব ক’টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে মোট ৫৫৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে মামলা রয়েছে ২৩৯ জনের বিরুদ্ধে। এর বাইরেও মামলা চলছে বহু বিধায়কের বিরুদ্ধেও। প্রশ্ন উঠেছে, সংসদের উভয় কক্ষ এবং বিধানসভাগুলির এমন ‘রত্ন’ এমপি, এমএলএ-রা দোষী ‘সাব্যস্ত’ হলে কেন তাঁদের সারাজীবনের মতো ভোটে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হবে না? কিছু জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বেদনকারীর আইনজীবী প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কাছে যুক্তি দেন, একজন সরকারি কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর সারাজীবনের মতো চাকরি চলে যায়। তাহলে একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কেন আজীবন তাঁর ভোটে দাঁড়ানো আটকানো হবে না? কেন একই যাত্রায় পৃথক ফল হবে? এই নিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারকরা কোনও রায় দেননি। মামলার শুনানি চলছে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা দরকার, বর্তমান জনপ্রতিনিধি আইন অনুযায়ী কোনও জনপ্রতিনিধিকে যদি ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দু’বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে মুক্তির পর তিনি ছ’বছর ভোটে দাঁড়াতে পারেন না। আইনজীবীদের অনেকের মতে, প্রশ্নটি নৈতিকতার। সংবিধানে হাত রেখে শপথ নিয়ে যাঁরা সাংসদ বা বিধায়ক হয়েছেন তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হলে নৈতিক কারণেই তাঁদের আর জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। যদিও শীর্ষ আদালত এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও পর্যবেক্ষণ বা রায় দেয়নি। এই মামলায় আরও একটি নিদারুণ তথ্য উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার পাহাড় জমছে বিভিন্ন আদালতে। তথ্য বলছে, এখন সাংসদ, বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৫ হাজার ১৭৫টি। এর মধ্যে ২ হাজার ১১৬টি মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। এই ধরনের মামলা বেশি হয়েছে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে। তারপরেই রয়েছে বিহার। এরপর অন্য রাজ্যেও আছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির হাইকোর্টকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অগ্রণী হতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ২২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে হাইকোর্টগুলিকে বিশেষ বেঞ্চ গড়তেও বলা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে বকেয়া মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হয় কি না তা ভবিষ্যৎ বলবে।

শাশ্বত কথা

আশ্রয়ীর রক্ষা

যে যাঁহার আশ্রয় লইয়াছে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। রাত্রের প্রথম প্রহরে সকলেই জাগরিত থাকে, দ্বিতীয় প্রহরে জাগরিত থাকে ভোগী লোক, তৃতীয় প্রহরে চোর জাগরিত থাকে, আর চতুর্থ প্রহরে জাগরিত থাকেন যোগীপুরুষ। কেহ বিষয়ে মগ্ন হইয়া আছি যেখানে আমার মন লাগিয়াছে। অর্থাৎ যেখানে লগ্ন (আসক্ত) হইলে সমস্ত বিষয়ের আসক্তি কেটে যায়। ওহে কবীর, তুমি বৃথা কি বাক্য ব্যয় করিতেছ, যমুনার তীরে চল। সেখানে একটি মাত্র গোপীর প্রেমেই কোটি কবীর ভাসিয়া যাইতে পারে। কখনও ঘন দুধ ঘি, কখনও বা এক মুষ্ঠি ছোলা, কখনও বা মুষ্ঠি ভিক্ষাও হয় তো মিলিবে না-এই তিনই সাধুর পক্ষে সমান জানিতে হইবে।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

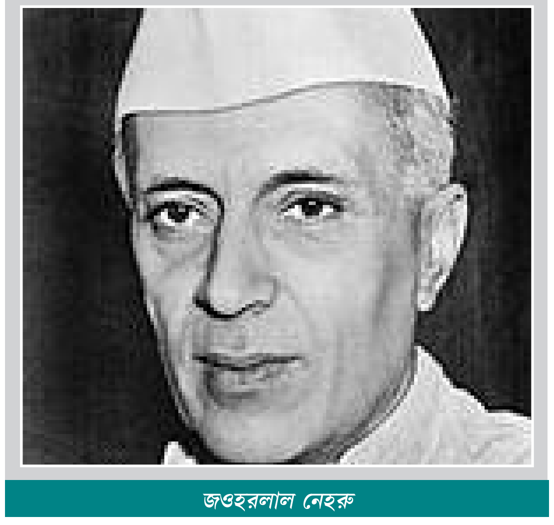

জওহরলাল নেহরু

১৮৮৯ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সাবা করিমের জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনোজ তিওয়ারির জন্মদিন।

সুস্থ গৃহের শিক্ষায় সন্তানকে গড়ে তুলুন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এখানে আমি কম বয়সী বা শিশুদের কথা বলছি। কারণ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ছোট বয়সে গৃহের শিক্ষা সঠিকভাবে হয় না। মানে আমরা আমাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষা পুরোপুরি দিতেই পারি না। আমরা নামী স্কুলে ছেলে মেয়েকে ভর্তি করেই শেষ। আর তাতেই আমাদের গর্বের অন্ত থাকে না। আমরা তৃপ্তির আত্ম অহংকারে মেতে উঠি। কিন্তু এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে দামী স্কুলেই দিলেই সন্তান মানুষ হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উল্টোটাও হয়। কেন হয় তা আমরা অনেকেই জানতে পারি না। কারন আমরা কিসে ভালো কিসে মন্দ সেটাই ঠিকমতো বুঝি না। আর তাতেই ঘটে যায় সন্তানের ক্ষতি। ভুললে চলবে না শিশুরা হলো কাঁদার তাল। তাকে যেমন তৈরি করবেন সে তেমন তৈরি হবে। আর ছোট বয়সে মানে সময়ে প্রপার শিক্ষা না দিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার চলে যেতে পারে।

এখনকার দিনে সবারই প্রায় একটা করে সন্তান। মানে জয়েন্ট ফ্যামিলি শেষ। প্রায় সবাই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বিলং করছে। আর এখানেই শেষ গোটা সমাজের। আর এক সন্তান বলে বাবা মায়েরা যত্নের কোনো সীমা রাখেন না। এখানে আমি সচেতনভাবে বলছি যত্ন বলতে তারা শিশুর চাহিদা পূরণের কথাই ভাবেন। আর ঠিকমতো চাওয়ার আগে পাওয়ার ফলে দিনের পর দিন সন্তানের চাহিদা বাড়তেই থাকে। আর যেমন করেই হোক তা পূর্ণ করতে হয় বাবা মায়েদের। আর এখানেই ক্ষতি হয়ে যায় সন্তানের। ফলে গৃহের পরিবেশ এমন হলে তো কিছুতেই চলবে না। বলছি আরও সচেতন হওয়ার কথা। সন্তান বুঝতেই পারছে না অভাবের পর অপেক্ষার কত গুরুত্ব, সে পাওয়াতে কত আনন্দ। তাই সাজেস্ট করছি যে আপনার পর্যাপ্ত থাকলেও আপনি একটু হিসাবে তা ব্যবহার করুন। এতে ওই সন্তান বুঝতে পারবে যে চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না। তার জন্য কষ্ট করতে হয়। মুশকিল হলো ম্যাক্সিমাম পরিবারে এটা হয় না। আর বাবা মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে রাগারাগির অন্ত থাকে না। কারণ হয়তো বাবার মতাদর্শ এক তো মায়ের আরেক। আর এখানেই সমস্যা। মা সন্তানকে দিতে চায়ছে আর বাবা সন্তানকে একটু দেখে বুঝে দিতে চাইছে। বাট ততক্ষণ হয়তোবা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। সন্তান কিন্তু সামনে রয়েছে। সুতরাং সে কি শিখছে? শিখছে যুদ্ধ। এটা তার মধ্যেও প্রভাব পড়ছে। ফলে ভবিষ্যৎ বুঝুন। কে সামলাবে তা?

এবার আসি বাজে শব্দ বা স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজের কথায়। আমি এমন একটি পরিবারকে চিনি যারা খুব

উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মুখের ভাষা অত্যন্ত কুরুচিকর। এক কথায় চরম বাজে। আর সেটা সন্তানের সামনেও রীতিমত ঘটে চলে। ফলে ঘটে বিপত্তি। এবার সন্তানও অবিরত খারাপ কথা ব্যাবহার করে। তোতা পাখির মত আওড়ায়। ফলে আপনি জানতেও পারলেন না এই ছোট বয়সে এতো খারাপ ভাষা কিভাবে আপনার নিজের অজান্তে সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করলো! আবার এর মধ্যে যদি তার কোনো শব্দ তার ভালো লাগলো তবে সে তো তা বার বার ব্যবহার করবে। যা ঘটলো সবটাই আপনার অজান্তে। কিছু অভিভাবক এক্ষেত্রে পরিবেশের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আশর্যের বিষয় কি সুন্দরভাবে গৃহের পরিবেশের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেলেন! এই আমাদের দোষ। সুতরাং সন্তান মানুষ করতে আমাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

আমি এমন অনেক গার্জেনকে দেখি কিভাবে একটি শিশুকে লোভ শিখিয়ে দিচ্ছেন। শিশুকে বলছেন — ‘এই যে টিফিনটি দিলাম, এটা তোমার। কাউকে দেবে না। চাইলেও দেবে না।’ এবার ভাবুন! বলছেন কাউকে দেবে না, চাইলেও না। তাহলে আপনারই একবার ভাবুন তো শিশুটি কি শিখছে! আমি এমন অনেক শিশুকে চিনি যে ওই চাওয়ার আগে পাওয়ার নেশায় তাকে কোনো কিছুতেই শান্ত করা যায় না। যে শিশু ‘কিন্নর জয় ‘লজেন্স খেয়েছে তার অন্য কোনো লজেন্স ভালো লাগে না। এটাই স্বাভাবিক। এটা না হয় তার পরিবার অবধি ঠিক আছে। এবার ধরুন সে বাইরে তার মনোমত কোনো লজেন্স না পাওয়াতে সে বলে বসলো — আমি আজে বাজে লজেন্স খাই না। তখন? আপনার মান সম্মান থাকবে তো! আপনি এখনো বলবেন ও বাচ্ছা তো! সামনের লোকও তাই বলবে। কিন্তু আপনি ঘুরলেই বলবে বাড়ির যেমন কালচার। আর কথাটা তো একদম ভুলও নয়। তাই না?

এবার ধরুন বলছি স্কুল, টিচার, পড়াশুনো এই সব বিষয় নিয়ে। একটা ভালোর তাগিদ আপনাকে তায়াচ্ছে। মানে সব কিছুতেই ওকে ভালো হতে হবে বলে আপনি দিন রাত এক করে দিচ্ছেন। না, তাও হচ্ছে না! এই করে করে এক সময় দেখা গেলো কোনো লাভ হলো না। হবে কি করে? আপনি নিজে এতদিন ওর হোমওয়ার্ক করে দিয়েছিলেন। ফলে নম্বর

এতদিন খুব ভালো পেলেও দেখা গেলো যেখানে নিজের বুদ্ধি মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষা, সেখানে নিট ফল শূণ্য! তাহলে কি আপনিই অজান্তে বা জানতে শিশুর ক্ষতি করলেন না! একথা আমরা একবারও ভাবিই না। এটাই আমাদের সমস্যা। ধরা যাক স্কুলে আপনাকে কল করলো, আপনি গেলেনও। অথচ শিশুর সমস্যার কথা শুনলেনও না। আর শুনলেও খুব গুরুত্ব দিলেন না। দেখা গেলো আবার উল্টে ওই স্কুলে কি ফল্ট আছে তা দেখানোর চেষ্টা করলেন। ফলে আখেরে কি কোনো লাভ হলো? আপনার শিশুর ভালোর জন্যে যেখানে আপনাকে কল করা হলো সেখানে ফল হলো উল্টো। ফলে শিশুর যে কি হাল হতে পারে একবারও ভেবেও দেখলেন না। না, আপনি দেখেননি বলেই আস্তে আস্তে ক্ষতি হয়েছে আপনার শিশুর।

এমনটা বলছি না যে সবকিছুই নেগেটিভ। এখনো অনেক অভিভাবক আছেন যারা সন্তানকে মানুষ করার জন্যে রীতিমত পড়াশুনো করে থাকেন। ঠিক ভুল বুঝতে মনীষীদের বাণী ফলো করেন। যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন। সব কিছুরই মূল্য বোঝাতে তৎপর হন। লোভ ধরান না। অভাব অনুভব করান। ইত্যাদি ইত্যাদি। জানবেন সব পেলে নষ্ট জীবন। যারা সময়ে সবকিছু পরিমিত করেছেন তারা ভবিষ্যতে জিতে গেছেন। সফল মানুষ সফল কথা ভাবেন। নেগেটিভ কথায় কান দেবেন না। হারবেন না,কোনো মতেই ভেঙে পড়বেন না। লড়াই করুন। লড়াই ছাড়বেন না। জানবেন যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, যা হবে ভালোই হবে। সব কিছুকে ভালোবাসুন। মন দিন। সততার সঙ্গে মন দিয়ে কোনো কাজ করলে আপনিই জিতবেন। জানবেন ভালো জায়গাটা অনেক সেখানে আলো জ্বালানোর দায়িত্ব আপনার। না হয় সে দায়িত্বটা মন প্রাণ দিয়ে নিজের সন্তান দিয়েই শুরু হোক না। কি আমরা পারবো না? নিজেকে নিজেই বলুন না পারবো এবং করেই ছাড়বো।

কালী পুজোর তখন এবং এখন

সুবল সরদার

পুজো পর্যায়ের শেষ পুজো কালী পুজো। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের পরও পার্বণ আছে, শেষ নেই। মোড়ে -মোড়ে -অলিতে -গলিতে কালী পুজো হয়। কালী পুজো ধামাকা বলা যায়। নিকষ কালো অন্ধকারে করাল বদনা মা কালীর ভৈরবী রূপ মনে ভয় সঞ্চার করে। অসুর বিনাশকারিণী মুন্ড মালা পরিহিতা, রক্তে স্নাত শরীর,লোলুপ রক্তাক্ত জিহবা, এলোকেশী, ভয়ংকর রুদ্র রূপিণী দেবী হয়ে ওঠেন। এইসময় সৃষ্টি -সুন্দরের বিপরীতে দেবী অবস্থান করেন ভয়ঙ্করী রূপে। ভয়ে ভক্তিতে দেবী পুজিতা হন রাতে। তাই কালী পুজো হয়ে যায় কালি পুজো। আলোর রোশনাই রাত দিনের আলোর মতো দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

কালী পূজো কখনো কলি পুজোতে পরিনত হয়। ডিজের কান ফাটানো শব্দে কখনো মনে হয় কালী পুজো নয় শব্দ পুজো। নিষিদ্ধ বাজি আর ডিজের আওয়াজ কয়েক দিন ধরে সুন্দর জগৎকে নরকে পরিণত করে। তখন কালী পুজো শুধু কলি পুজোতে পরিনত হয় ।এক মহিলা সাংসদ নেশার ঘোরে বলেই ফেললেন মা কালী নাকি ‘সুরার দেবী’। ‘সাঁওতাল মাগী’ বলে আখ্যায়িত করেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তখন দেবী অসুর বিনাশকারিণী নয়। অসুরদের তান্ডবে সুরের অপমৃত্যু ঘটে। আনন্দ নিরানন্দ হয়ে যায়। কালো রাত আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সত্যি সত্যি ভূতের রাজ্যে সৃষ্টি হয়।

কালী আরাধনায় সাধক রামপ্রসাদ সেন থেকে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব। তাঁদের কাছে দেবী মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। দেবী তাঁদের সঙ্গে খেলা করেন, ঝগড়া করেন,সুখ দুঃখের কথা বলেন। তখন স্বর্গের দেবী মর্ত্যে বিচরণ করেন। ইতিহাসখ্যাত ভবানী পাঠকের কথা আমরা অনেকে জানি। তিনি এবং তাঁর দলবল ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মাকে পুজো করতেন। তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। তাঁরা ডাকাতি করতেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। তখন কালী পুজো স্বদেশী আন্দোলন সমার্থক হয়ে ওঠে। কালী পুজোর তখন আর এখনকার মধ্যে তফাৎ আছে। ভবানী পাঠক থেকে দেবী চৌধুরানী দেশ মাতৃকার চরণে বলি প্রদত্ত প্রাণ ছিল।

আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ-এর চরিত্র ডাকাত সম্রাট ভবানী পাঠক প্রথম এই পুজো শুরু করে। তিনি কালিন্দী নদী দিয়ে পূর্ববঙ্গে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তার আগে এই পুজো করেন বলে জানা যায়।

তবে ডাকাত ভবানী পাঠকের কালীপুজো এখন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রথা মেনে এখনও সাড়ে তিনশো বছরের কালীপুজো হয়ে ওঠে সম্প্রীতির উৎসব। এই পুজোর ইতিহাস জানায় এটি ডাকাতদের পুজো বলেই খ্যাত ছিল আগে।

কথিত আছে আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে ভবানী পাঠক কালিন্দী নদী দিয়ে পূর্ববঙ্গে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে বর্তমানে মালদার পুখুরিয়া থানার আড়াই ডাঙ্গা এলাকার নদীর ধারে তাঁর বজরা থামান। সেই সময় সেখানে আম বাগানের মধ্যে শিবির বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি স্বপ্নাদেশ পান মা কালীর। স্বপ্নে মা কালী এসে তাকে এই আমবাগানে থান তৈরির আদেশ দেন। ভবানী পাঠক মা ভাবানীর এক রূপ হিসেবে ইতিহাসেখ্যাত।

বনের মধ্যে ৭০০-৮০০ বছরের পুরানো বট গাছের তলায় দেবী চৌধুরানী মাটির মা কালীকে পুজো করতেন। দেবী চৌধুরানী ডাকাতির টাকা নিয়ে গরীবদের দান করতেন। তাই ইংরেজরা সহজে তাঁকে ধরতে পারতো না। শ্রদ্ধা,ভক্তি,আবেগ, দেশপ্রেমে দীক্ষিত স্বদেশীরা মা কালীর কাছে গুপ্ত মন্ত্রে শপথ নিতেন। এই সময় রক্ষে কালী হয়ে দেবী স্বদেশীদের রক্ষা করেন।

এখন পুজো মানে শুধু কালি পুজো , কালী পুজো নয় । অনুষ্ঠান আর আড়ম্বরে ভরপুর। বসনে -বিলাসে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা কখন ভেঙ্গে পড়ে। শুধু হৈহুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে পুজোর সমাপ্তি ঘটে সেখানে কখনো মনের সুখ মেলে ?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের নরেনেই ভরসা তৃণমূল সুপ্রিমোর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি পদে তিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ফের নরেন্দ্রনাথেই ভরসা তৃণমূল সুপ্রিমোর। পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি পদে পুনরায় ঘোষিত হলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আজ সারা রাজ্যজুড়ে, জেলা সভাপতি ও চেয়ারপার্সনদের বদল করা হয়েছে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মাধ্যমে সারা রাজ্যের নতুন নাম ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ভোট ফলাফলের ভিত্তিতে পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বভার রইল নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতেই।

রাজনৈতিক মহলে ধারণা, আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই রদবদল। সারা রাজ্যজুড়ে জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি ও শাখা সংগঠনের সভাপতির রদবদল ঘটবে বলে জানা যায়। বিগত দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার কর্মসূচি, আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন, বিগত পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিম বর্ধমানের ফলাফলে বিপুল জয়ে মন কেড়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। এদিকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব মা মাটি মানুষের নেত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুনরায় ভরসা রাখার জন্য। এই ভরসা পশ্চিম বর্ধমান সাধারণ মানুষের ভরসা, এই ভরসা মা মাটি মানুষের ভরসা এবং আগামী দিনে পশ্চিম বর্ধমানের সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর আমি। আগামী লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং দুর্গাপুর এই দু'টি আসন আমি তৃণমূল কংগ্রেস সর্বাধিনায়িকা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জ্ঞাপন করতে চাই।'

থানার কালীপুজোতে ছাগবলি প্রথা ভাঙতে অপারগ পুলিশ!

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: থানার কালীপুজোয় এবারেও বলিপ্রথা অব্যাহত, এবারও যা ভাঙতে পারল না পুলিশ! পুরুলিয়ায় অলিখিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত থানাতেই করা হয় কালীপুজো। শ্যামার আরাধনার জন্য থানার পিছনে বা সামনেই প্যান্ডেল করে বা মন্দিরে পুজোয় সামিল হন ওসিরা। থানায় থানায় ওসিদের নামেই হয় সংকল্প। ওসিরা তাই কালীপুজোর দিনে খাকি উর্দি ছেড়ে অস্ত্রবিরতি করে সার্ভিস রিভলবার আগ্নেয়াস্ত্র জমা রেখে উপবাস থেকে ধুতি গেঞ্জি উত্তরীয় গায়ে দিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের পাশে বসে হোমযজ্ঞে আহুতি দেন। পশুবলি নিষিদ্ধ হলেও অবাধে চলে ছাগবলি। অন্য ক্ষেত্রে বলির বিরুদ্ধে পুলিশ যতই পদক্ষেপ করুক না কেন, থানার কল্যাণে ছাগবলির রেওয়াজ কিন্তু এবারের পুজোতেও ভাঙতে পারলেন না স্বয়ং ওসিরা। যার ফলে এবারেও কালীপুজোয় পুরুলিয়ার নিতুরিয়া, কেন্দা, সাঁতুড়ি থানায় বলি হল ছাগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ওসি জানালেন, থানার কালীপুজোয় ছাগ বলি অতীত দিনের ঐতিহ্য। তাই নিয়ম মেনে বলি দিতেই হয়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। হাজার হাজার ছাগ সহ একাধিক মোষ বলি হল পুরুলিয়া তথা জেলার সব থেকে বড় জনপ্রিয় বিজেপির মৌতড়ের বড়মা কালীপুজোয়। প্রাচীন এই পুজোয় মনস্কামনা পূরণের আশায় হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা। এবারের এই পুজোয় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। তবে মায়ের পুজোর কোনও খামতি ছিল না। অন্যান্য বারের থেকে এবার মৌতড়ের মা বড়কালীর পুজোয় মানুষের জমায়েত হয়েছিল অনেকটাই বেশি। এবার লক্ষাধিকের থেকেও মানুষের সমাগম হয়েছিল। এবার এসেছিল আসানসোল ও বর্ধমান থেকে প্রচুর দর্শনার্থী। বর্ধমানের মেমারি থেকে আগত দর্শনার্থী রোহিত, বিবেক চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকেই জানান, তাঁরা এত বড় পুজো এই প্রথমবার দেখলেন। এছাড়া তাঁরা হতবাক হয়েছেন এত সংখ্যায় পশু বলি দেওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে। মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় সামালাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাব ও প্রশাসনের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য কর্মীরাও।

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, SOUTH BENGAL
Jeevan Deep Building, 2nd Floor, 1, Middleton Street, Kolkata - 700 071, Phone : (033) 2288 4437, Fax : (033) 2288 4302, E-mail : sbi.15196@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পদের বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণভাবে সাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) **শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জি, শ্রীমতি অনুশীলা ব্যানার্জি** **ঠিকানা :** ডি/৬, আতাবাগান, গড়িয়া, থানা-বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৮৪, এবং ৫৪৫, বোড়াল মেন রোড, ওয়ার্ড নং -১১১, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৮৪, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অস্থাবর সম্পদ, অবস্থিত ই এম সম্পত্তি - **শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জি, শ্রীমতি অনুশীলা ব্যানার্জি,** ৫৪৫, বোড়াল মেন রোড, ওয়ার্ড নং ১১১, থানা-বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৮৪, বিক্রি করা হবে " যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে একটি লটে প্রেমিসেস বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০০ টাকা**। পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ২৯.১১.২০২৩। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় উল্লিখিত মতে এসবিআই, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল এর অনুকূলে **২৯.১১.২০২৩ তারিখ** বিকেল ৪টার মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে **৫,০০০.০০ টাকা (ইএমডি)** সহ টেন্ডার জমা দিতে হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ একই দিনে এবং বিক্রয় **২৯.১১.২০২৩** তারিখ সন্ধে ৫.৩০টার মধ্যে নির্ধারিত হবে।

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)
পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০২
ই-মেল : sbi.00202@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে ২২.১১.২০২৩ তারিখে **(বুধবার)**। ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে নিলাম স্থান পরিদর্শনের জন্য ১৭.১১.২০২৩ তারিখে **(শুক্রবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে**। উন্মুক্ত নিলামের দরপত্র খোলা হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত এসবিআই, খড়গপুর শাখা, পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০২ -তে। যোগাযোগ নং : ৮৩৭৩০৫৩৬৫০/৯৭৩২৬৪৭০৯৫**

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)
১.	মডেল: মারুতি সুজুকি অল্টো ৮০০এলএক্সআই, রেজিস্ট্রেশন নং. WB-36E-5547, রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ১৪.০২.২০১৭, ইঞ্জিন নং. : F8DN5774646, চেসিস নং. : MA3EUA61S00A17165*AH, মালিকের নাম: সঞ্জু কুমার লামা	২০১৭	১,৪২,৫৭৭.০০ টাকা
২,	মডেল: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ, মারুতি ডিজায়ার ভিএক্সআই রেজিস্ট্রেশন নং. WB36F8771, রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ১৬.০৭.২০১৮, ইঞ্জিন নং.: K12MN2210657, চেসিস নং. : MA3CZF63SJE362093, মালিকের নাম: সমীর কুমার সিং	২০১৮	২,৯৪,৭২৯.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "এসবিআই, কাটোয়া শাখা"**-র অনুকূলে **২১.১১.২০২৩ তারিখে** দুপুর ৩.০০টার পূর্বে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, খড়গপুর শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।

তারিখ : ১৪.১১.২০২৩
স্থান : খড়গপুর, মেদিনীপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.০৭.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজি. অফিস ঠিকানা - গ্রাম - খাদালগোবরা, পো. এবং থানা - দিঘা, জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪২৮ **এবং ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণ - (১) শ্রীমতি স্বরূপা সামন্ত এবং (২) শ্রী শুভাশিস সামন্ত** উভয়ের ঠিকানা নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল-বি৪, হাতাবারি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪০১ কে নোটিশে উল্লিখিত **৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা (চার কোটি একান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৭.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতা** নিকট বকেয়া **৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা (চার কোটি একান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৭.০৭.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং একতলা ভবন অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৪, আরএস প্লট নং ৮০৫, এলআর প্লট নং ৮৭৭, মৌজা - পদমপুকুরিয়া, থানা-কাঁথি, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর। ক) ৪৯০৯/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এজিএসআর কাঁথি-১, খ) ৬৬৫৭/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১, গ) ৭৩৪/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১, ঘ) ৭৩৫/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১ (সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত দলিল অনুযায়ী মোট এরিয়া ৮.১৭) **সম্পত্তি শুভাশিস সামন্ত এর নামে।**
সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ সম্পত্তি আনুমানিক ১০৮০ বর্গফুট , ৪র্থতল, বি-ব্লক, নির্মাণের দ্রব্যাদির বিস্তারিত ডিজাইন আর সি সি কলম ফাউন্ডেশন এবং তিনতলা ভবন বেসমেন্ট সহ, এবং ৭০ বর্গফুটের ২টি পার্কিং এরিয়া। সম্পত্তি অবস্থিত জে এল নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, পিআর এলআর খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা- হাতাবাড়ি, ওয়ার্ড নং ৯, এডিএসআর অফিস, কাঁথি-১, পরগনা-মজনামুথা, থানা-কাঁথি, কাঁথি পুরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা, **দলিল নং ২১২৮/২০১১। সম্পত্তি শুভাশিস সামন্ত এর নামে।**
সম্পত্তি নং ৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস দাগ নং ৬৫০, এবং ৬৫১, এলআর দাগ নং ৭০৩ এবং ৭০৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, ১৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০, মৌজা- পদ্মপুকুরিয়া, ওয়ার্ড নং ১৮, এডিএসআর কাঁথি-১, থানা-কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর।
দলিল নং : ৬১৪৭/২০১১ অনুযায়ী সম্পত্তি শুভাশিস সামন্তর নামে।
সম্পত্তি ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ১৯ ডেসিমেল , মৌজা- ফরিদপুর, জেএল নং ৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২, এলআর দাগ নং ১২১৪, থানা-কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। **দলিল নং ৮৪১৬/২০০৯ অনুযায়ী সম্পত্তি শুভাশিস সামন্তর নামে।**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১০.১১.২০২৩
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-আই, হাওড়া - (১৬৩৪০)
এ-১, ৩য় তল, ১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড,
গ্যাঞ্জেস গার্ডেন শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২

নতুন শাখা খোলার জন্য অফিস প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নতুন শাখা খোলার জন্য মেন রোডে কার্পেট এরিয়া নিম্নোক্ত মতে, একতলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অফিস প্রেমিসেস চাইছে। বাণিজ্যিক প্রেমিসেসের মালিকগণ সম্পত্তির স্বত্ব দলিল নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সিলকরা খামে নং ১) টেকনিক্যাল ডাক সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং সাইট প্ল্যানের অনুমোদিত কপি এবং সিলকরা খামে নং ২) আর্থিক ডাক বাণিজ্যিক নিয়ম এবং শর্তাদি ইজারার সহ খামের উপরে "অ্যাপ্লিকেশন ফর ওপেনিং অব নিউ ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস অব হাওড়া" শীর্ষ লিখিতভাবে রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরবিও-১, হাওড়া, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন, এ-১, ৩য় তল, ১০৬ কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। (ব্যাঙ্ক কোনও দালালি দেবে না)। কোনও কারণ না দেখিয়েই ব্যাঙ্ক যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

প্রস্তাবিত শাখার নাম	প্রস্তাবিত স্থান	আনুমানিক আবশ্যক জায়গা
হাওড়া	মেন রোডে	(৫০০০-৬০০০) বর্গ ফুট

তারিখ : ১৪.১১.২০২৩ আদেশানুসারে

SBI এসবিআই মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ (০০১৩২)
পো. মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১১০১
ফোন নং : ০৩২২২২৭৫১৩০ ইমেল : sbi.00132@sbi.co.in

Public Notice

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এসবিআই মেদিনীপুর শাখা থেকে দুইটি স্বত্ব দলিল হারিয়ে গিয়েছে, বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত :

নাম এবং ঠিকানা	লোন এ/সি নং এবং তারিখ	জিডিই নং এবং তারিখ
শ্রী সরোজ কুমার দাস পিতা কানাই লাল দাস, হাবিবপুর (পূর্ব) বেরা ফার্নিচার, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ	লোন এ/সি নং ৩০৫৫০০২৫৬৬-১ তারিখ : ০১.০১.২০১৮	জিডিই নং ৫০৬, তারিখ : ০৯.১১.২০২৩

সম্পত্তির বিস্তারিত বিক্রয় দলিল নং ১-১১১০-২০০৫ সালের, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ০২.০৫.২০০৫ তারিখে ডিএসআর মেদিনীপুর অফিসে, নথিভুক্ত ভলুম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ৪৮ থেকে ৫৭, জেএল নং ১৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ২৫৮, আরএস প্লট নং ৫৩১, এলআর প্লট নং ১৪১৪, মৌজা হাবিবপুর,এরিয়া- ০.০৩১২ একর, থানা- কোতোয়ালি,জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১

নাম এবং ঠিকানা	লোন এ/সি নং এবং তারিখ	জিডিই নং এবং তারিখ
শ্রী মাখন লাল নন্দ গোস্বামী, পিতা প্রয়াত বিষ্ণুপদ নন্দ গোস্বামী, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতল, মেঘা অ্যাপার্টমেন্ট, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ	লোন এ/সি নং ৩৬০৩১৭৫৮৩২৬, তারিখ : ২৩.০৮.২০১৬	জিডিই নং ৫০৫ , তারিখ : ০৯.১১.২০২৩

সম্পত্তির বিস্তারিত : বিক্রয় দলিল নং ১০০১০২৩৬০-২০১৮, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে ডিএসআর মেদিনীপুর অফিসে, নথিভুক্ত ভলুম নং ১০০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪২২৭২ থেকে ৪২৩০৯, জেএল নং ১৭৩, আরএস প্লট নং ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬,১২৬৭, মৌজা- মিঞাবাজার, ঢাকা এরিয়া ৭৪২ বর্গফুট অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতল, মেঘা অ্যাপার্টমেন্ট, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে **এসবিআই মেদিনীপুর শাখায়** জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৪.১১.২০২৩ চিফ ম্যানেজার

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০১৩৫৯)
এসবিআই রামরাজাতলা শাখা
রাম চরণ সেঠ রোড, রামরাজাতলা
হাওড়া-৭১১১০৪, ইমেল : sbi.01359@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সুপর্ণা মিদ্দে

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ ক্যারাট	মোট ওজন ১৬.৮৬০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৫০০ গ্রাম	১টি ফার ফোর বালা
২.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারাট	মোট ওজন ১৬.৪০০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৮০০ গ্রাম	১টি চুর
৩.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ ক্যারাট	মোট ওজন ১৬.৮২০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৫০০ গ্রাম	১টি চেন

স্থান: হাওড়া, রামরাজাতলা, তারিখ: ১৪.১১.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ক্রম নং - ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ৩০.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭,৭৪,০১৯.০৬ টাকা ১৫.১১.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রী দেবার্ঘ দত্ত এবং শ্রীমতি অরুনিতা সাহা দত্ত, ঠিকানা :** ৬/২এ, ইন্দ্রজ্যোতি অ্যাপার্টমেন্ট, ড. সুরেশ সরকার রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০১৪ এবং ফ্ল্যাট নং ৩সি, "সেবা নোভেনা" ৪র্থ তল, ৩১৬৫ নয়াবাদ, থানা - পূর্ব যাদবপুর, নয়াবাদ বাস স্ট্যান্ড, কলকাতা - ৭০০০৯৪ **শ্রী দেবার্ঘ্য দত্ত,** পিতা শ্রী মনোজ কুমার দত্ত, গন্ধর্বপুর লেন, মকদমপুর সদর, জেলা - মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১০৩ **শ্রীমতি অরুনিতা সাহা দত্ত,** প্রযত্নে শ্রী অমল কুমার সাহা, বি-১৩, ফ্ল্যাট নং ৫, রবীন্দ্রপল্লী, বাঘাযতীন, কলকাতা - ৭০০০৮৬, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৩১,১১,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,১১,১০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থতল, জি-৩ তলা সেবা নভেনা হিসেবে পরিচিত ভবন, পরিমাণ ৮৮৪ বর্গফুট , ২ বেডরুম, ১কিচেন,১ ব্যালকনি, ১ ড্রইং রুম, ২ টয়লেট এবং এক কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ৩১৬৫, নয়াবাদ মৌজা, জেএল নং ২৫, আরএস নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, সিএস দাগ নং ১০২, আরএস দাগ নং ১৯১, সিএস খতিয়ান নং ০৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫, ১৪৬, ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা- পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা- ৭০০০৯৪। স্বত্ব দলিল নং ১-৩৮৪৩/২০১৭ তারিখ ২৯.১২.২০১৭, জেলা সাব রেজিস্ট্রার-৫, অনুযায়ী শ্রী দেবার্ঘ্য দত্ত এবং শ্রীমতি অরুণিতা সাহা দত্ত'র নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.১১.২০২৩	প্রতীকী দখলীকৃত	SARB FILE NO. 19469/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭,৯৬,৩৬৫ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা (সি.সি.) + ৫২,২৫,৩৯৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা) (এস.এল.সি.) = ১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা (এগারো কোটি একুশ হাজার সাতশো উনষাট টাকা) টাকা ০৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা উভয়ের ঠিকানা :** বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১ আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **৫০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস বস্তালায় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬৫০৩ অনুযায়ী কবিতা খেমকার এবং তনু খেমকা এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.১১.২০২৩	স্বত্ব দখলীকৃত	SARB FILE NO. 19503/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ১৪.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩-৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল-neelachalkolkata@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিশিষ্ট ১১ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২	মার্চ ৩১, ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৪.১২	১৩.৪৭	৫৪.১৩
কর পরবর্তী সাধারণ কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	১.৯২	৫.৯১	১২.৪৯
কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী) সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১.৯২	৫.৯১	১২.৪৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
মজুত (বিগত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)	০.০০	০.০০	৭১.২০
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :			
(ক) মৌলিক ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*০.৬১	*১.৮৮	*৩.৯৭
(খ) মিশ্রিত ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*০.৬১	*১.৮৮	*৩.৯৭

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান :কলকাতা
তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৩

SBI এসবিআই এগরা বাজার ব্রাঞ্চ (১০৪২৪)
দিঘা মোড়, পো. এগারা, থানা - এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪২৯
ফোন নং : - ৮০০১১৯৫০৫৫ ইমেল : sbi.10424@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৩৬৫৩৬৪১৪৭৮৯ (সিসি) এবং ৩৯৪৪৩৪৪৬৭৭০ (জিইসিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া',** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সাহু ফিলিং স্টেশন, স্বত্বা-সনাতন সাহু, পিতা শ্রী অনন্ত কুমার সাহু, নং ২, ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ১৫২, স্থান : এস পি মুখার্জি রোড, থানা - কালীঘাট, শহর-কলকাতা, পিন নং - ৭০০০২৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৩,১১,৬৯০.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ এগারো হাজার ছশো নব্বই টাকা) টাকা ০৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ। মোট বকেয়া এ/সি নং ৩৬৫৩৬৪১৪৭৮৯ (সিসি) ৫০০৪৭১৩.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ চার হাজার সাতশো তেরো টাকা) এবং মোট বকেয়া এ/সি নং ৩৯৪৪৩৪৪৬৭৭০ (জিইসিএল) ৩০৬৯৭৭.০০ টাকা (তিন লাখ ছয় হাজার নশো সাতাত্তর টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৫৩,১১,৬৯০.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ এগারো হাজার ছশো নব্বই টাকা) টাকা ০৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ইউনিট/স্পেস ৫মতলে পরিমাণ কমবেশি ২২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) "অভিষেক পয়েন্ট" নামে বাণিজ্যিক ভবনে থানা- কালীঘাট, (ক) ১ নং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৪৪৬৪/২০১৯ তারিখ ৩১.১০.০৮/২১.০৭.০৯, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা -৫০৮ থেকে ৫৪৪, ২ নং দান দলিল নং ৩৮৬০/২০১০, তারিখ ১১.০৫.১০, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ২৭৫৪-২৭৬৭ (খ) সনাতন সাহুর নামে বিভাজিত তথ্যাদি অ্যাসেসি নং ১১০৮৩৩১০১০৬৭ তারিখ ০৫.০৬.২০১৯।
চৌহদ্দি : উত্তরে : মানিক দাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে:** সরকারি নিকাশি ব্যবস্থা, **পূর্বে :** নিজস্ব সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ১০.১১.২০২৩
স্থান : এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ন बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

উখরা ব্রাঞ্চ
বলরাম দে মার্কেট বিল্ডিং, এম.জি. রোড, উখরা, পিন - ৭১৩ ৩৬৩

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন)

প্রতি,
১. **মেসার্স উমা বাসনালয়া, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কিশোরী প্রসাদ সাউ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী শিউ জতন সাউ, ঠিকানা : এনএসবি রোড, পো. উখরা, থানা - অন্ডাল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩৬৩
২. **শ্রী সন্তোষ প্রসাদ সাউ (জামিনদাতা),** পিতা শ্রী কিশোরী প্রসাদ সাউ, ঠিকানা : এনএসবি রোড, পো. উখরা, থানা - অন্ডাল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩৬৩

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৪.০৮.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স উমা বাসনালয়া, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কিশোরী প্রসাদ সাউ, শ্রী সন্তোষ প্রসাদ সাউ (জামিনদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,১২,৬৪৭.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ বারো হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা) সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে **৬০** দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা ও জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ৫,১২,৬৪৭.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ বারো হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা) পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বাণিজ্যিক ইউনিট/এরিয়া ২২৫ বর্গফুট অবস্থিত এনএসবি রোড, পো-অণ্ডাল, মৌজা- উখরা, এনএসবি রোড, পো- উখরা, থানা- অন্ডাল, মৌজা-উখরা, জেএল নং ১৮, খতিয়ান নং ১৬০৯/৪৪০৯, প্লটনং ৮০/৪০১১, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩৬৩, এবং সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার ভোগদখলের অঙ্গীকার সমন্বিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : এনএসবি রোড, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৩
স্থান : উখরা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

ঝাপেটাপুর ব্রাঞ্চ, খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটি, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭২১৩০১, ফোন - ০৩২২-২২১১৫০/৫২, ই-মেল : k1172@psb.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা লুব চাঁদ,** পিতা প্রীতম চাঁদ, ঠিকানা গোল বাজার ফ্রুট মার্কেট, ওয়ার্ড নং ২১, খড়গপুর, মেদিনীপুর (প), পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১ কে বকেয়া পরিমাণ **১৬,০১,৫৭৫.০০ টাকা** (ষোলো লাখ এক হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৬,০১,৫৭৫.০০ টাকা** (ষোলো লাখ এক হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দান দলিল নং ৫৬৯১/২০১৫ সম্পাদিত ০৫.১১.২০১৫ অধীন এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খড়গপুর, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১০১০-২০১৫,পৃষ্ঠা ৬৭০৯০ থেকে ৬৭১০৬ ,মৌজা -ইন্দা,জেএল নং ২৩২, আরএস খতিয়ান নং ৫৪০, সংশোধিত খতিয়ান নং ৩৮১, নতুন এলআর -৯৮৭০, ৯৮৭১, আরএস প্লট নং ৩০৮, এলআর প্লট নং ১১২৭, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্প, দক্ষিণে : রেশমি সিমেন্ট লি, পূর্বে : প্লট নং ৩১২, পশ্চিমে : ৪০ ফুট চওড়া ও টি রোড সমন্বিত।

তারিখ : ১০.১১.২০২৩
স্থান : খড়গপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

NOTICE

To: **1. Bijoyendra Chowdhury**, Executive of **M/s Dewar's Garage Ltd.** at 83/1, Topsia Road, P.S-Topsia, Kolkata-700046.
Whereas, **Uttam Kumar Halder** has instituted a Transfer Application being no. **TA/1/2023** against you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench -1 of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **31st day of January, 2024 at 10:30 A.M.** in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence.
Given under my hand and seal on the Commission, this 07th day of November, 2023.

By Order
Sd/- Registrar
State Consumer Disputes Redressal Commission

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং : ওএ/৫৮/২০১৯
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৬২২
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স)
বনাম
মেসার্স জটাধরি রাইস মিল
এবং অন্যান্য

প্রতি,
১) মেসার্স জটাধারী রাইস মিল
একটি অংশীদারি সংস্থা অফিস : গ্রাম : এবং পো-সিজগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পিন কোড- ৭৪২৩০১
২) আজাদ শেখ
পিতা বকতার শেখ, অংশীদার মেসার্স জটাধারী রাইস মিল, ধর্ম-মুসলিম, পেশা-ব্যবসা, সাকিন মসজিদ পাড়া, ভরতপুর গ্রাম, পো এবং থানা - ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন কোড - ৭৪২৩০১
৩) শ্রীমতি পার্বতী নন্দন
স্বামী প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, ধর্ম-হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, সাকিন- অধিকারী পাড়া, সিজগ্রাম, পো -ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন কোড - ৭৪২৩০১
৪) শ্রী শুভরাজ নন্দন
পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, ধর্ম-হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাকিন অধিকারী পাড়া, সিজগ্রাম, পো-ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিনকোড - ৭৪২৩০১
৫) শ্রীমতি নন্দানী নন্দন
পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, ধর্ম -হিন্দু, পেশা-ব্যবসা,সাকিন- অধিকারী পাড়া, সিজগ্রাম, পো-ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন কোড-৭৪২৩০১
৬) আরিফ হায়দার
পিতা গোলাম হায়দার, অংশীদার মেসার্স জটাধারী রাইস মিল, ধর্ম-মুসলিম, পেশা-ব্যবসা, সাকিন - বাগড়াপাড়া, পো এবং থানা- ভরতপুর, জেলা--মুর্শিদাবাদ, পিন কোড- ৭৪২৩০১
৭) হিরা শেখ
পিতা মনু শেখ, অংশীদার মেসার্স জটাধারী রাইস মিল, ধর্ম-মুসলিম, পেশা-ব্যবসা, সাকিন -বাগড়াপাড়া,পো এবং থানা-ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন কোড- ৭৪২৩০১
৮) শ্রী অনুপম চ্যাটার্জি
ধর্ম-হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, সাকিন -১২, সুবোধ স্মৃতি রোড, পো এবং থানা -কাটোয়া, জেলা-বর্ধমান, পিন কোড - ৭১৩১৩০
৯) শ্রী পার্থ সারথি
নন্দন পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, ধর্ম-হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাকিন - সিজগ্রাম, পো -ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পিন কোড - ৭৪২৩০১
১০) শ্রী জয়ন্ত নন্দন
পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, ধর্ম-হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, সাকিন- সিজগ্রাম, পো -ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন কোড - ৭৪২৩০১
১১) আজিজ হায়দার
পিতা গোলাম হায়দার, ধর্ম-মুসলিম, পেশা- ব্যবসা, সাকিন-বাগড়াপাড়া, পো এবং থানা-ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন কোড- ৭৪২৩০১।

সমন

যেহেতু, ওএ/৫৮/২০১৯ মহামান্য প্রিজাডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে **২৭.০৭.২০২৩** তারিখে তারিকাভুক্ত হয়েছে, ফলে মহামান্য ট্রাইবুনাল উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত আইনের ধারা ১৯(৪) অধীনে (ওএ) দাখিলের ভিত্তিতে **৭৮২৯৪২৭০.৭৫ টাকা** (আবেদনের সঙ্গে নথি ইত্যাদি এবং পরিশিষ্ট সহ) আদায়ের জন্য সমন/নোটিশ ইস্যু করেছেন।
উক্ত আইনের ধারা ১৯ এবং উপ-ধারা (৪) অধীনে আপনাদের, বিবাদিগণ হিসেবে নিম্নোক্তমতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
ক) সমন জারির তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থিত বিষয়ে সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শাতে,
খ) আবেদনকারী কর্তৃক মূল দরখাস্তের ক্রম ৩ অনুযায়ী ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির বা সম্পদের বিস্তারিত প্রকাশ করতে
গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম নং ৩এ অধীনে বর্ণিত মতে কোনওভাবেই লেনদেন না করতে, মূল আবেদনের বিচারাধীন, নিষ্পত্তির এবং বিক্রির ক্ষেত্রে কারণ তা দয়বদ্ধ,
ঘ) ট্রাইবুনালের আগাম অনুমতি ব্যতীত মূল আবেদনে বর্ণিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং/বা সম্পদ সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের অধীনে ব্যতীত ইজারা, বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর না করতে
ঙ) আপনারা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জামিনদত্ত সম্পদ বা সম্পত্তির বিষয়ে সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেন অধীনে বিক্রির থেকে আদায়কৃত অর্থ জমা দিতে দায়বদ্ধ।
আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে লিখিত বিবৃতি এবং একটি কপি আবেদনের সঙ্গে দিতে এবং **রেজিস্ট্রার সমীপে** ২০.১১.২০২৩ তারিখে সকাল **১০.৩০ টায় হাজির** হতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে আবেদনের শুনানি আপনাদের অনুপস্থিতিতেই হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ : ০৯.১১.২০২৩।

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

শ্বশুরের হাতে খুন বউমা, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: মনের মতো খাবার না পাওয়ায় গৃহবধূকে কুপিয়ে খুন,গ্রেপ্তার শ্বশুর। গৃহবধূকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুন করল প্রাক্তন সেনাকর্মী শ্বশুড়। হাবড়ার শ্রীনগর শ্মশান মাঠ এলাকার ঘটনা। মৃত গৃহবধূর নাম মুক্তি বিশ্বাস(৪০)। অভিযুক্ত শ্বশুরের নাম গোপাল বিশ্বাস। তাকে গ্রেপ্তার করেছে হাবড়া থানা। মুক্তির স্বামী ছোট ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে মোমবাতি লাগাচ্ছিল। আরো কিছু মোমবাতি প্রয়োজন হওয়ায় তিনি পাশের দোকানে গিয়েছিলেন ফিরে এসে দেখেন তার বাবার হাতে দাঁ, ঘরে স্ত্রী রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় প্রথমে তাকে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও পরে বারাসাত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা থাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মনের মতো খাবার না পেয়ে প্রাক্তন সেনা কর্মী গোপাল বিশ্বাস রাগেই বউমাকে কুপিয়ে খুন করলেন। ধৃতকে সোমবার হাবড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়।

যুনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम | Union Bank of India | A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া,
কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) এবং ৯(১) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/নির্ধারিত ঋণদাতার** নিকট যা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নির্ধারিত ঋণদাতার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৯.১১.২০২৩** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিতমূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **'অনলাইন ই-নিলাম'** বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক) মেসার্স ত্রিনাথ বস্ত্রালয়, স্বত্বাধিকারী - শ্রী ধর্ম ঘোষ** **খ) আমতলা শাখা (৫৫১৩৫০)** **গ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ ছটাক ২ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৫১৬/১১৫৮ এবং পরিমাণ ১১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট আরএস দাগ নং ৫১৭/১১৫৯ তদস্থিত ভবন অবস্থিত পরগণা - আজিমাবাদ, মৌজা - আমতলা গ্রাম, তৌজি নং ৩৯৫, জেএল নং ৭৩, আরএস নং ১৯, আরএস দাগ নং ৫১৬/১১৫৮ এবং ৫১৬/১১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৫৪, চণ্ডী গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিষ্ণুপুর ঠিকানায় **শ্রী ধর্ম ঘোষ,** পিতা গোপাল ঘোষ-**এর নামে** সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - ৫ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে - দাগ নং ৫১৬/১১৫৮, ৫১৭/১১৫৯ এর জমি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে - বিক্রেতার নিজস্ব জমি সমন্বিত। **ঘ) শ্রী ধর্ম ঘোষ,** পিতা গোপাল ঘোষ **ঙ) UBIN0551350 চ) UBINKOLKOG0110**	ক) ২৪,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৫,৮০০.০০ টাকা	২৪,৫৮০.০০ টাকা	ক. ২৩,৬০,১১৬.৮৩ টাকা (তেইশ লক্ষ ষাট হাজার একশো ষোল টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র সেইসঙ্গে তদুপরি ০১.০১.২০২৩ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **খ. শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া (মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
২.	**ক) মেসার্স এস.ডি. ম্যাক্স, স্বত্বাধিকারী- জনাব সাইদুল মোল্লা** **খ) সামলি শাখা (৯১৪৮৫১)** **গ) সম্পত্তি :** তৌজি নং ৬৩, ৬৪, জে.এল. নং ৩০, রে.সা. নং ৪৮৮, মৌজা- সানপুকুরিয়া, খতিয়ান নং ১৩৩, দাগ নং ৬৫৯, থানা- মহেশতলা, এডিএসআর বেহালা, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস - আলিপুর, পরগনা মাগুরা, চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - চট্টা কালিকাপুরে অবস্থিত **জনাব সাইদুল মোল্লা ও জনাব সাফিদুল মোল্লার নামে** ৫ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (২০০৯ সালের দলিল নং আই-১৯০০ অনুযায়ী) **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - ৪ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- ইমাম মোল্লা, পূর্বে - রাহাম মোল্লা, পশ্চিমে- বিষ্টু মন্ডল দ্বারা। **ঘ) জনাব সাইদুল মোল্লা, এবং জনাব সাফিদুল মোল্লা,** পিতা- সামাদ মোল্লা **ঙ) UBIN0914851 চ) UBINKOLKOG1291**	ক) ২৪,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,৪০০.০০ টাকা	২৪,১৪০.০০ টাকা	ক. ৭,২০,৭২১.৭১ টাকা (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশো একুশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র), সেইসঙ্গে তদুপরি ০১.০১.২০২৩ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **খ. শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া (মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৩.	**ক) শ্রী মৃণাল কান্তি মন্ডল এবং শ্রী চন্দন মন্ডল** **খ) কুন্দ্রালি শাখা (৮০৪৬১৪)** **গ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিণ ১ কাঠা ৯ ছটাক ৩০ বর্গফুট এবং তদস্থিত জি-২ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা - বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, খতিয়ান নং ২৯৫৯ এবং ৮৫৪০, দাগ নং ১২৮৫ এবং ১২৮৬, হোল্ডিং নং ৯০৫, বারুইপুর পুরসভা অধীন থানা বারুইপুর, ওয়ার্ড নং ১৪, বারুইপুর পুরসভা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানায় **মৃণাল কান্তি মন্ডলের নামে** (স্বত্ব দলিল নং-২৮৯/১৯৯১) অনুযায়ী সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - বিভিন্ন দাগের জমি দক্ষিণে - দাগ নং ১২৮৫ এবং ১২৮৬ জমি এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ পূর্বে - দাগ নং ১২৮৬ জমি পশ্চিমে - দাগ নং ১২৮৫ জমি সমন্বিত। **ঘ) মৃণাল কান্তি মন্ডল** **ঙ) UBIN0804614 চ) UBINKOLKOG3866**	ক) ৩১,১২,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১১,২০০.০০ টাকা	৩১,১২০.০০ টাকা	ক. ১৪,৯১,৮৩১.০০/-টাকা (চৌদ্দ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশো একত্রিশ টাকা মাত্র), সেইসঙ্গে তদুপরি ০১.১১.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **খ. শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া (মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৪.	**ক) মেসার্স পি এম কনস্ট্রাকশন, স্বত্বাধিকারী শ্রী পিন্টু মন্ডল,** পিতা গোপাল চন্দ্র মন্ডল **সহ-আবেদনকারী/জামিনদাতা : শ্রীমতি মৌসুমী মন্ডল,** স্বামী পিন্টু মন্ডল **খ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দক্ষিণ দমদম শাখা (৯২৯২০৪)** **গ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় দ্বিতীয় তল মোজাইক মেঝে পরিমাণ ৭১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৯ বর্গফুট কম বেশি অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ৮/৩এ বিয়ার পাড়া লেন, থানা - চিতপুর, কলকাতা - ৭০০০৩০ ওয়ার্ড নং ৩, কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন ঠিকানায় সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - ৩০ ফুট চওড়া বিয়ার পাড়া লেন, দক্ষিণে - সু-এক্স বিয়ার পাড়া লেন, পূর্বে - প্রেমিসেস নং ৮/৩ সি বিয়ার পাড়া লেন, পশ্চিমে - প্রেমিসেস নং ৮/২এ বিয়ার পাড়া লেন সমন্বিত। (মূল দলিল নং আই-৩৮৬২ তারিখ ০৭.০৫.২০১৫ অনুযায়ী) **ঘ) শ্রী পিন্টু মণ্ডল** পিতা গোপাল চন্দ্র মন্ডল **ঙ) UBIN0929204 চ) UBINKOLKOG1471**	ক) ২২,১২,০০০.০০ টাকা খ) ২,২১,২০০.০০ টাকা	২২,১২০.০০ টাকা	ক. ১৫,৩৬,০০০.০০ টাকা (পনের লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে তদুপরি ০৫.০২.২০১৮ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **খ. শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া (মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এমএসটিসি হেল্পডেস্ক ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি ১৮০০ ১০২ ৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**" বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "নির্দেশিকা" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৯.১১.২০২৩ দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৮.১১.২০২৩ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।**

৬. **পরিদর্শনের ২৮.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

৬৪ বছরে সিউড়ির ত্রাণ সমিতির কালীপুজোর মণ্ডপ।

সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড ক্লাসিক অ্যান্ড ম্যাগনেটের পুজো মণ্ডপ।

সিউড়ি রেড সান ক্লাবের কালী প্রতিমা।

সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লির আলোকসজ্জা।

সিউড়ি তিলপাড়ার লালাবাড়ির কালী প্রতিমা।

সিউড়ি মালঞ্চ ক্লাবের মাতৃ মূর্তি এবার দেবী কৌমারী

মিলন গোস্বামী

সিউড়ি: প্রতিবছর সিউড়ি মালঞ্চ ক্লাব দেবীর নানা রূপের নানা প্রতিমা তৈরি করে মাতৃরূপে পুজো করেন। এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। কালকে জয় করেন যিনি, তিনি কালী। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তামসী রূপে তিনি কখনো মহাকালী, রাজসী রূপে মহালক্ষ্ম, সাত্ত্বিকা রূপে তিনি আবার মহা সরস্বতী। চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে তিনি অষ্টশক্তি রূপে বর্ণিতা। দেবী কৌমারী কুমারী নামেও পরিচিত। মাতা কুমারীর বর্ণনা শ্রীচণ্ডী কবচে তিনবার পাওয়া যায় মাতা কুমারী হলেন শিব পার্বতীর পুত্র ভগবান কার্তিকের নারী শক্তিরূপ, তিনি কার্তিকেয়াণী অম্বিকা দেবসেনা, মহাবিদ্যা, ময়ূর বাহিনী, স্বাহা, ইলা এবং শক্তি নামেও পরিচিত। দেবী পূরাণ অনুসারে তার গায়ের রং সোনালি হলুদ এবং তিনি লাল রক্ত পরিহিতা একটি লাল ফুলের মালা এবং একটি করন্দ মুকুট বা নলাকার মুকুট দ্বারা সজ্জিত। বিষ্ণু ধর্মাবস্তার মতে কুমারীর ছয়টি মুখ এবং প্রতিটি মাথায় তিনটে চোখ এবং বারোটি বাহু রয়েছে তার দুই হাত অভয় এবং বরদান ভঙ্গিতে অন্যদিকে তার অন্য হাতে রয়েছে শক্তি, পতাকা, লাঠি, ধনুক, তীর, ঘণ্টা, পদ্ম ,চিঠি, কুঠার ও চন্দ্রাকৃতি লোহার ফলাযুক্ত কুঠার।

হুগলির উত্তরপাড়ায় বিকে স্ট্রিটে শ্যামা পূজা কমিটির চন্দ্রযান মন্ডল।
ছবি: বনস্পতি দে।

উত্তরাখণ্ডে টানেলে ধস, পুরশুড়ার দুই শ্রমিক আটকে পড়ায় উদ্বিগ্ন পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার ভোরে ভারতের উত্তরাখণ্ডে উত্তরকাশী জেলায় ব্রহ্মখাল-যমুনাত্রী জাতীয় মহাসড়কের অংশ নির্মাণাধীন টানেলটির একটি অংশ ধসে পড়ে। টানেলের প্রবেশ পথ থেকে প্রায় ২০০ মিটার ভেতরে এই ঘটনা ঘটে। এতে সেখানে থাকা প্রায় ৪০ শ্রমিক আটকে পড়ে। উত্তরকাশী জেলায় সুড়ঙ্গ করে রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। পুরশুড়ার দুই যুবক শৌভিক পাখিরা ও জয়দেব প্রামাণিক সেখানে আটকে পড়েছেন। পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগের মধ্যে মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মহকুমা প্রশাসন উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে।

নির্মীয়মান ট্যানেলের ভিতর ৩৬ জন শ্রমিক আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধারের কাজ চলছে। নির্মাণসংস্থা এইচআইডিসিএল তরফে রবিবার সন্ধেবেলায় দুই যুবকের পরিবারের সদস্যদের দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়। শৌভিক পাখিরার বাড়ি পুরশুড়া থানার কোলেপাড়া পঞ্চায়েতের হরিণখালি গ্রামে। জয়দেব প্রামাণিকের বাড়ি ডিহিবাতপুর পঞ্চায়েতের নিমডাঙ্গী গ্রামে। শৌভিকের মা লক্ষ্মী পাখিরা এদিন বলেন, শনিবার রাত ন'টার সময় ছেলে ফোন করেছিল। আমাকে বলেছিল রাতে ডিউটি আছে। রবিবার সকালে ফোন করেছিলাম। কিন্তু ফোন সুইচ অফ ছিল। দুপুরে ফোন না করায় চিন্তায় ছিলাম। যে সংস্থার হয়ে কাজ করে তাঁরা সন্ধেবেলায় ফোন করে দুর্ঘটনার কথা জানায়। তারা বলে উদ্ধারের কাজ চলছে। সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক এখন এটাই চাইছি। জয়দেবের বাবা তাপস প্রামাণিক বলেন, খবর পাওয়ার পর থেকে ভীষণ উদ্বেগে আছি। নির্মীয়মান সংস্থার নম্বরে ফোন করলে বলা হচ্ছে উদ্ধারের কাজ চলছে। খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। এতদূর থেকে ওখানকার পরিস্থিতি বুঝতে পারছি না। স্থানীয় পুলিশ থানাকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি। এই বিষয়ে আরামবাগ এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, উত্তরাখণ্ডের প্রশাসনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। আটকে পড়া শ্রমিকদের

উদ্ধার করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে শেষ খবর পাওয়া পযন্ত জানা যায়, টানেলটি থেকে ধসে পড়া স্লাবের ২০ মিটারের মতো অংশ অপসারণ করা হয়েছে। আর শ্রমিকদের বের করে আনার একটি পথ প্রস্তুত করা হচ্ছে। তারপর টানেলটি খুলতে আরও ৩৫ মিটারের মতো অংশের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। এক্সকাভেটর ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আবর্জনা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে কত দ্রুত শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয় সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আটকে পড়া শ্রমিকের পরিবারগুলি।

উত্তরপাড়ায় পুরপ্রধানের ওয়ার্ডে দিনেদুপুরে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: জলাজমি ভরাটের অভিযোগ উঠল উত্তরপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেনীমাধব ঘোষ রোড এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে পুজোর ছুটিকে কাজে লাগিয়ে বেআইনি ভাবে একটি জলাশয় প্রকাশ্যে দিবালোকে বোজানো হচ্ছে। এর আগে ২০১৯ সালে স্থানীয়রা পুরসভায় অভিযোগ করে, সেই সময় সাময়িক ভাবে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আবার পুজোর পর বাড়ি ভাঙার রাবিশ দিয়ে জলাশয়টি বোজানো হচ্ছে। বারবার স্থানীয় কাউন্সিলর, পুরসভা, থানায় অভিযোগ জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি।

যদিও এই বিষয় বর্তমান জমির মালিকের দাবি, বর্তমানে কোনও জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে না, আগে থেকেই ওই জলাশয় ভরাট করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সদস্য পঙ্কজ রাই অভিযোগ করেন, 'সবটাই কাট মানির খেলা চলছে, অবিলম্বে জলাশয় ভরাট বন্ধ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' পুরসভার প্রধান দিলীপ যাদব বলেন, 'আমি এর আগে ২০১৯ সালে পুরসভার পক্ষ থেকে জমির মালিককে নোটিশ করেছিলাম, আজ সংবাদ মাধ্যমের থেকে ঘটনা জানতে পারি এবং দ্রুত বর্তমান জমির মালিকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মেদিনীপুর সংগঠনে গতি আনতে সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: লোকসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর জেলায় আবারো পরিবর্তন শাসক দলে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের দুই শীর্ষ পদে বসানো হল দু'জন তৃণমূল নেতাকে। জেলার সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এগরার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতিকে। সে জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুর কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে বসানো হয়েছে তৃণমূল নেতা পীযূষ কান্তি পন্ডাকে। অপরদিকে চেয়ারম্যান করা হয় এগরার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতিকে। আগে কাঁথি সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান ছিলেন অভিজিৎ দাস, তিনি মারা যাওয়ার জন্য এতদিন সেই পদ খালি ছিল। এবার এগরা বিধায়ক তরুণ মাইতিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর দুই নেতার পদ উন্নতিতে দু'জনেই খুশি। তাদের দাবি, দল দায়িত্ব দিয়েছে, ভবিষ্যতে দলের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর থাকব। অন্যদিকে তমলুক সাংগঠনিক জেলার জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন মহাপাত্রকে সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অসিত ব্যানার্জিকে। সেই সঙ্গে দলের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চিত্তরঞ্জন মাইতিকে। সৌমেন মহাপাত্রকে জেলা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজ্য সম্পাদক পদে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের একাধিক সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে রদবদল করেছে শাসক দল তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরেও সংগঠনে গতি আনতে সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে রদবদল করা হল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি।

অযোধ্যার দীপোৎসবের ছবি শেয়ার করে টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর: অযোধ্যার দীপোৎসব এবছর বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। গত বছরের রেকর্ড পিছনে ফেলে দিয়ে শনিবার সরযূ নদীর তীর বরাবর প্রজ্জ্বলিত হয়েছে ২৪ লক্ষ প্রদীপ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি ৫৪টি দেশ থেকে ৮৮ জন কূটনীতিক দীপোৎসবের সাক্ষী হতে অযোধ্যায় এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এবার সেই দীপোৎসব উদযাপনের ছবি এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ দীপের প্রজ্জ্বলনের দৃশ্য 'আশ্চর্যজনক, স্বর্গীয় এবং অবিস্মরণীয়' বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, অযোধ্যায় প্রজ্জ্বলিত লক্ষাধিক প্রদীপে আলোকিত হয়েছে গোটা দেশ। হিন্দিতে করা টুইট বার্তায় দেশবাসীকে নিজের পরিবার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'এর থেকে উদ্ভূত শক্তি ভারতজুড়ে নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি প্রার্থনা করছি, ভগবান শ্রীরাম সমস্ত দেশবাসীর মঙ্গল করুন এবং আমার

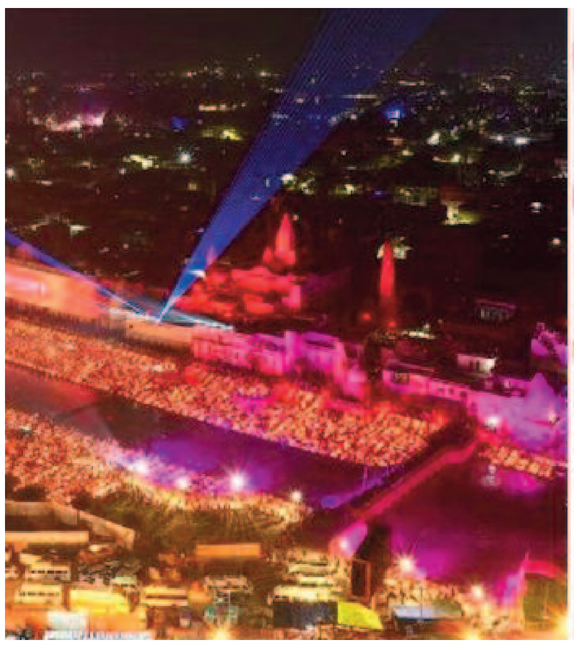

পরিবারের সকল সদস্যকে অনুপ্রাণিত করুন।' টুইটের শেষে 'জয় সিয়া রাম' বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

দীপাবলিতে অগ্নিকাণ্ডে মৃত কমপক্ষে ৯ জন

অমরাবতী, ১৩ নভেম্বর: দীপাবলির আনন্দ-উৎসব শোকে পরিণত হল হায়দরাবাদের নামপল্লী এলাকায়। সেখানকার একটি বহুতলে আগুনের গ্রাসে প্রাণ গেল ৯ জনের। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন তিন জন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বহুতলে আগুন লাগার খবর মেলে। নিচের তলার গোডাউনে আগুন লাগে। সেখানে রাসায়নিক মজুত থাকায় তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গোডাউনে একটি গাড়ি মেরামত করা হচ্ছিল। সেই সময় আগুনের ফুলকি থেকেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও ততক্ষণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। গুরুতর জখম তিন জনকে উদ্ধার করে হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে। দমকল কর্মীরা জানান, নিচের তলায় আগুন লাগতেই বহুতলের উপরের তলগুলিতে ছুটে পালাতে থাকেন অনেকেই। মোট ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বাড়িটি থেকে। ১০ জনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা।

ন'টি মেইতেই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর: মণিপুরে গোষ্ঠীহিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে সংখ্যাগুরু মেইতেইদের ন'টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। গত ছ'মাসের হিংসা পর্বে এই সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে সশস্ত্র হামলায় অংশ নিয়েছিল বলে অভিযোগ। তাই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংগঠনগুলিকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করা হয়েছে।

'নিষিদ্ধ' ঘোষিত সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র রাজনৈতিক শাখা 'রেভেলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট' (আরপিএফ), 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' (ইউএনএলএফ)-এর সশস্ত্র শাখা মণিপুর পিপলস আর্মি (এমপিএ), 'পিপলস রেভোলিউশনারি পার্টি অফ কাংলেইপাক' (প্রিপাক)-এর সশস্ত্র শাখা 'রেড আর্মি' এবং 'কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি' (কেসিপি)-র সশস্ত্র শাখা 'কাংলেইপাক রেড আর্মি'।

কট্টরপন্থী মেইতেই সংগঠন 'কাংলেই ইয়াওল কানবা লুপ' (কেওয়াইকেএল), মেইতেই সমন্বয় কমিটি (কোর কম) এবং 'অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যালিস্ট ইউনিটি কাংলেইপাক'(এএসইউকে)-ও রয়েছে এই তালিকায়। চিনা মদতপ্রাপ্ত কুকু-জো জঙ্গিগোষ্ঠী কুকি ন্যাশনাল আর্মি, কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ইউনাইটেড কুকি লিবারেশন ফ্রন্ট মণিপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসায় জড়িত বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রক।

যোগীরাজ্যে হোমস্টেতে গণধর্ষণের শিকার তরুণী

লখনউ, ১৩ নভেম্বর: যোগীরাজ্যে ফের গণধর্ষণের ঘটনা। কাজ করতে গিয়ে আগ্রার একটি হোমস্টের তরুণী কর্মী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অভিযোগ, তাঁকে জোর করে মদ্যপান করানো হয়। এর পর টানতে টানতে হোমস্টের একটি ঘরে ঢুকিয়ে মারধরের পর ধর্ষণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত এক মহিলা-সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও, যেখানে দেখা গিয়েছে কাঁদতে কাঁদতে সাহায্য চাইছেন নির্যাতিতা তরুণী।

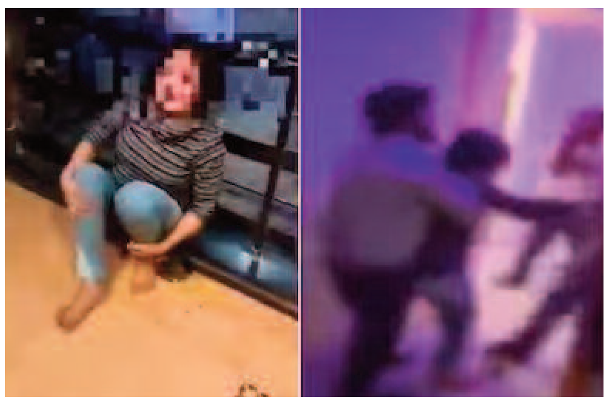

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণী গণধর্ষণের শিকার হন শনিবার রাতে। নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, তাঁর এক পরিচিত এবং আরও কয়েকজন জোর করে মদ খাওয়ায় তাঁকে। হোমস্টের একটি ঘরে ঢুকিয়ে মারধর করা হয়, যেখানে তিনি গত দেড় বছর ধরে কাজ করছেন। এর পরেই গণধর্ষণের শিকার হন। ঘটনায় অভিযুক্ত এক মহিলা-সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে।

ভাইরাল হয়েছে বেশ কয়েকটি ভিডিও। যেখানে দেখা গিয়েছে, এক যুবক টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে তরুণীকে, কাঁদতে কাঁদতে সাহায্য চাইছেন তিনি। অন্য একটি ভিডিওতে তরুণীকে বলতে শোনা যায়, 'দয়া করে আমাকে বাঁচান, আমি চার সন্তানের মা। ওরা আমার ফোন কেড়ে নিয়েছে। একটি ভিডিও দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। টাকা পয়সাও কেড়ে নিয়েছে।'

তেজগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক অর্চনা সিং জানান, শনিবার রাতের ঘটনা। খবর পাওয়ামাত্র হোমস্টেতে যায় পুলিশ। উদ্ধার করা হয় তরুণীকে। এক মহিলা-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। হোমস্টেটিকে আপাতত সিল করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

মদ দিতে অস্বীকার করায় মদের দোকান জ্বালাল খদ্দের

বিশাখাপত্তনম, ১৩ নভেম্বর: আলোর উৎসবের সময় মদ দিতে অস্বীকার করায় কথা কাটাকাটি, বচসা থেকে সোজা অগ্নিকাণ্ড। পেট্রোল ট্যাংক এনে গোটা মদের দোকান ভিজিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানটি। লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়। দোকানির অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। পুলিশের তরফে জানানো হয়, মধু নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মদের দোকানো আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে। মাদুরওয়াড়া এলাকায় ওই মদের দোকান বন্ধ হওয়ার সময় দোকানে হাজির হন অভিযুক্ত। দোকানের শাটার নামিয়ে দেওয়ার কারণে কর্মীরা মদ বিক্রি করতে অস্বীকার করেন।

এই নিয়েই দোকানের কর্মীদের সঙ্গে ব্যাপক বচসা শুরু হয়। শেষ অবধি ওই ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দেয় দোকানি ও কর্মীরা। সেই সময়ে চলে গেলেও, দোকান বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণের পর ফিরে আসেন ওই ব্যক্তি। সঙ্গে ছিল পেট্রোল ট্যাংক। ট্যাংক থেকে পেট্রোল নিয়ে মদের দোকানে ঢেলে দেন ওই ব্যক্তি। দোকানের কয়েকজন কর্মীর গায়েও পেট্রোল ছিটিয়ে দেন। ভয়ে পালিয়ে যান ওই কর্মীরা। এরপরই মদের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেন অভিযুক্ত।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি পুড়ে গিয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৪৩৬ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দোকানির অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে।

উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে জারি উদ্ধারকাজ

মিলেছে সাড়া, পাঠানো হচ্ছে অক্সিজেন

উত্তরকাশী, ১৩ নভেম্বর: ৩০ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও উত্তরকাশীর নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে কমপক্ষে ৪০ জন আটকে। রবিবার গভীর রাতে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে জাতীয় সড়কের উপরে একটি নির্মীয়মান সুড়ঙ্গের মুখ ধসে পড়ে। ভিতরে আটকে যান কমপক্ষে ৪০ শ্রমিক। সোমবার সকাল থেকেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও শ্রমিককে বের করে আনা সম্ভব হয়নি। সুড়ঙ্গের ভিতরে পাইপ দিয়ে পানীয় জল ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মী দুর্গেশ রাঠোদি বলেন, 'কমপক্ষে ৪০ থেকে ৪১ জন শ্রমিক আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়েই অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। পাহাড় থেকে নতুন করে ধস নামায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।'

এসডিআরএফের তরফে জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গের একটি অংশ সম্পূর্ণ আটকে রয়েছে ভেঙে পড়া পাথর, সিমেন্টের চাঁইয়ে। ওই অংশেই শ্রমিকেরা আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। সেখানে পাইপের মাধ্যমে অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি প্রাথমিকভাবে। পরে অবশ্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তারা সুরক্ষিত রয়েছেন বলেই জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাতভর উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছে। সুড়ঙ্গের বন্ধ হয়ে যাওয়া মুখ থেকে বেশ কিছুটা পাথর সরানো গেলেও, ফের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। এতে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ উত্তরকাশীর জাতীয় সড়কের উপরে সাড়ে ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের ১৫০ মিটার অংশ ভেঙে পড়ে। ভিতরে আটকে পড়েন শ্রমিকরা। সুড়ঙ্গে ধস নামার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পরে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন ও আইটিবিপির জওয়ানরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৪৬, তারিখঃ ১০.১১.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৪৭, কাজের নামঃ** ভদ্রেশ্বর, গাংপুর স্টেশনে পুরনো ও জীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনকে ইআই-তে প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত কাজে গাংপুরে (জিআরপি) পুরনো প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমকে ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে প্রতিস্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৮,৬৯,১৯৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ৩৭,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ২, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩২৪৮, কাজের নামঃ** ''হাওড়া ডিভিসনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় কুন্তীঘাট-ডুমুরদহ (কেজেইউ-ডিএমএলই)-এর মধ্যে কিমি. ১৪/৫-৭-তে লেভেল ক্রসিং নং ৪/১-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ'' সম্পর্কিত কাজে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৯,৮৯,১৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ৩৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ২ এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্রমিক নং. ১ ও ২ এর জন্য)। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-346/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে নিহত শীর্ষ হামাস নেতা

গাজা, ১৩ নভেম্বর: সাধারণ মানুষদের যুদ্ধে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে হামাস। এমন অভিযোগ প্রথম থেকেই করে আসছে ইজরায়েল। ইহুদি দেশটির সঙ্গে লড়াইয়ে পিঠ বাঁচাতে গাজা ভূখণ্ডের একাধিক হাসপাতাল ব্যবহার করছে জেহাদিরা। সেরকমই একটি হাসপাতাল র‍্যানটিসিতে রোগী ও গাজার সাধারণ মানুষ মিলিয়ে মোট ১০০০ জনকে বন্দি বানিয়ে রেখে ছিল হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা আহমেদ সিয়াম। এবার ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে নিহত হল এই জেহাদি। এমনটাই দাবি ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেসের।

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে আইডিএফ জানিয়েছে, 'ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিমান হানায় মৃত্যু হয়েছে হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা আহমেদ সিয়ামের। র‍্যানটিসি হাসপাতালে রোগী ও গাজার সাধারণ মানুষ মিলিয়ে মোট ১০০০ জনকে বন্দি করে রেখেছিল আহমেদ সিয়াম। একই সঙ্গে উত্তর গাজার বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াতেও সে বাধা সৃষ্টি করছিল। হামাসের কুখ্যাত নাসের রাডওয়ান কোম্পানির অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার ছিল সিয়াম। এই সিয়ামই

উদাহরণ, কীভাবে এই জঙ্গিরা সাধারণ মানুষকে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে।' জানা গিয়েছে, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে হামলা চালানোর অন্যতম মাথা ছিল এই জেহাদি।

বলে রাখা ভালো, শুধু এই র‍্যানটিসি হাসপাতালই নয়। ইজরায়েলের অভিযোগ, গাজার একাধিক হাসপাতালে নিজের ঘাঁটি গেড়েছে হামাস। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলার পর থেকেই জঙ্গিদের মুছে ফেলার ডাক দিয়ে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। জেহাদিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে তাই গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফায় হামলা চালিয়েছে ইহুদি দেশটি। ইজরায়েলি সেনার লাগাতার আক্রমণে হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই আল শিফা হাসপাতালে তিন সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। সেই সংখ্যাটা দ্রুত বাড়বে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রধান টেড্রস ঘেব্রেয়াসুস। যদিও ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, ওই শিশুদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, গোটা গাজা ভূখণ্ডেই বিদ্যুৎ সংযোগ আগেই ছিন্ন করে দিয়েছিল ইজরায়েল। এই পরিস্থিতিতে ভরসা ছিল জেনারেটরের উপরই। কিন্তু জ্বালানি সংকটে এবার সেগুলোও জবাব দিচ্ছে। হাসপাতালের ইনকিউবেটরে থাকা অসহায় শিশুদের সামনে তাই কার্যতই মৃত্যুর হাতছানি। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের এই লড়াইয়ে বলি হতে হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুদের।

ব্রিটেন সফরে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, বিরাট কোহলির সই করা ব্যাট উপহার পেলেন সুনাক

লন্ডন, ১৩ নভেম্বর: দীপাবলিতে বিরাট কোহলির সই করা ব্যাট উপহার পেলেন ঋষি সুনাক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে সেই ব্যাট তুলে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। উপহারের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছাবার্তাও পৌঁছে দেন সুনাকের কাছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাসভবনেই দীপাবলি পালন করেন জয়শঙ্কর। প্রসঙ্গত, পাঁচদিনের জন্য ব্রিটেন সফরে পৌঁছেছেন বিদেশমন্ত্রী। এই সফরেই মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

ডাউনিং স্ট্রিটে দুই মন্ত্রীর দীপাবলি পালনের ছবিও পোস্ট করেন জয়শঙ্কর। সেখানেই দেখা যায়, সুনাকের হাতে ক্রিকেট ব্যাট তুলে দিচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী। বিরাট কোহলির সই করা সেই ব্যাট হাতে নিয়ে জয়শঙ্করের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও দীপাবলির উপহার হিসাবে একটি গণেশের মূর্তিও তুলে দেন জয়শঙ্কর।

রবিবার দীপাবলির সন্ধ্যায় স্ত্রী কয়োকোকে নিয়ে লন্ডনে পৌঁছন বিদেশমন্ত্রী। তার পরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দীপাবলি পালন করতে দেখা যায় তাঁকে। টুইট করে বিদেশমন্ত্রী জানান, দীপাবলির দিন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে দেখা হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে ভারত ও ব্রিটেন দুই দেশই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

রবিবার লন্ডনের স্বামীনারায়ণ মন্দিরেও যান বিদেশমন্ত্রী। দীপাবলি পালনের পাশাপাশি প্রবসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তৃতাও দেন। নানা ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে জয়শঙ্কর বলেন, ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আলোচনা চলছে।

প্রবল শীতে ইউক্রেনের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার ছক রুশ বাহিনীর!

কিয়েভ, ১৩ নভেম্বর: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কপালে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, দেশের পশ্চিম সীমান্তে আরও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। কারণ, আগামী শীতে রুশ বাহিনী ফের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা চালাবে। কিয়েভের বিরুদ্ধে এবার প্রকৃতিকেই নাকি হাতিয়ার করছে রাশিয়া! কী ছক কষছেন পুতিন? জানা যাচ্ছে, ইউক্রেনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে নিশানা করতে চলেছে রুশ ফৌজ। শীতে ইউক্রনের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে নেমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ধাক্কা খেলে সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। প্রবল শীতে বিদ্যুৎ ও হিটিং ব্যবস্থা ছাড়াই থাকতে হবে ইউক্রেনবাসীকে।

তবে রাশিয়ার হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত

ইউক্রেন। রুশ প্রশাসনের তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোর উপরে পালটা হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে কিয়েভ। ইউক্রেনের বিদ্যুৎমন্ত্রী জার্মান গালুশেঙ্কোর মতে, 'যদি ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিডের উপরে ক্রমাগত হামলা হয় তাহলে রুশ বিদ্যুৎ গ্রিডের উপরে পালটা হামলা চালানোর অধিকার আছে ইউক্রেনের।'

উল্লেখ্য, গত মাস দেড়েক ধরে কিয়েভে রুশ হামলা কিছুটা কম ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে ফের বেড়েছে হামলার দাপট। মাঝেমধ্যেই আছড়ে পড়ছে রুশ মিসাইল। পাশাপাশি, ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন হামলাও করা হচ্ছে। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর কেন নতুন করে ইউক্রেনের রাজধানী ও সংলগ্ন এলাকায় এভাবে হামলা বাড়ানো শুরু হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের সমর বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, শীতে জেলেনস্কি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে নতুন করে বড়সড় হামলা চালাবে রাশিয়া।

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 470/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1 GP/21/2023-24, Date: 10.11.2023** for 01 (One) no. schemes under **SWM(G) Fund.** Bid Submission Start Date: **11.11.2023 from 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **20.11.2023 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **22.11.2023 at 01:00 PM and 03:00 PM** respectively. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 07)

e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 562/Bijur-II/2023, Date: 13.11.2023** for 01 (One) no. schemes such as **Construction of Segregation and Storage Shed for Decentralized SWM** under **SWM(G) Fund.** Bid Submission Start Date: **13.11.2023 from 01:00 PM.** Bid Submission End Date: **20.11.2023 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **22.11.2023 from 02:00 PM and 03:00 PM** respectively. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 152, KOLKATA, TUESDAY, 14 NOVEMBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ১৪ নভেম্বর ২০২৩

সেমিফাইনালের চাপ নেই, বলতে চান না ভারত কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাউন্ড রবিন লিগের সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। টুর্নামেন্ট খেলতে আসা ৯ দলের কেউই লিগ পর্বে ভারতকে হারাতে পারেনি। রোহিত শর্মার দল যে গতিতে ছুটছে, তাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তাঁর হাতেই দেখছেন বেশির ভাগ বিশ্লেষক।

তবে ট্রফি হাতে তোলার শেষ পথটুকু আগের মতো সহজ হবে না বলেই মনে করেন ভারত কোচ রাহুল দ্রাবিড়। লিগ পর্বে ম্যাচ হারলেও বড় ক্ষতি ছিল না, সেমিফাইনালে উঠতে পয়েন্টের দিক থেকে সেরা চারে থাকলেই চলত। কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ নকআউট পর্বের। হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়। যে কারণে আগামী বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল নিয়ে কিছুটা হলেও

চাপ বোধ করছেন ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। সাবেক এই ক্রিকেটার বলেছেন, সেমিফাইনালকে অন্য আট,দশটি ম্যাচের মতো করে দেখছে না তাঁর দল।

তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা ভারত লিগ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলে গতকাল রোববার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। ১৬০ রানের জয়ের পর সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দ্রাবিড় সেমিফাইনাল নিয়ে বলেন, 'যদি বলি যে এটা অন্য সব ম্যাচের মতোই একটা, সেমিফাইনালের কোনো চাপ নেই, তাহলে ভুল বলা হবে। ক্রিকেটে কোনো ম্যাচই জেতার নিশ্চয়তা নেই। যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে যতটা সম্ভব প্রস্তুত হওয়া। আমরা সেটাই করছি।'

লিগ পর্বের ৯ ম্যাচে ভারত যেভাবে দাপুটে ক্রিকেট খেলেছে, তাতে ভারতকেই শিরোপার সবচেয়ে বড় দাবিদার হিসেবে দেখছেন অনেকে। তবে একটি ম্যাচ না জিতলেই বিশ্লেষকদের কথা বদলে যেতে পারে বলে মনে করেন ভারত কোচ, 'যখন সব ঠিকঠাক চলে, তখন সবার চোখেই ভালোটা ধরা পড়ে। কিন্তু একটা ম্যাচ হারলেই সবাই বলা শুরু করবে আপনি কিছু জানেন না।'

ভারত ২০১১ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পরবর্তী দুটি আসরে সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে। এর মধ্যে ২০১৯ আসরে তাদের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় করে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড, যে দলটি এবারও প্রতিপক্ষ।

নকআউট পর্বের ম্যাচ বলে এবারও চাপ থাকবে, তবে সেটি সামলে নেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস রোহিতদের মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস দ্রাবিড়ের, 'কিছুটা চাপ থাকবেই। তবে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত যেভাবে চাপ সামাল দিয়েছি, সেটা আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস বাড়িয়েছে।'

ভারত,নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বুধবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।

ডাচদের বিপক্ষে ৯ বোলার ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিলেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কাল রাউন্ড রবিন লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারত পেয়েছে আরেকটি বড় জয়। প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ৪১০ রান তুলে ভারত পেয়েছে ১৬০ রানের জয়। তবে এ ম্যাচে ভারতের জয় ছাপিয়েও আলোচনার কেন্দ্রে রোহিতের ৯ জন বোলার ব্যবহার করার বিষয়টি। বিশ্বকাপে এর আগে ভারত কবে ৯ বোলার ব্যবহার করেছে, সেই গবেষণাও শুরু হয়েছে। বিরাট কোহলি বল করেছেন, বল করেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। কাল ম্যাচ শেষে রোহিত জানিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ভারতের ৯ বোলার ব্যবহার করার নেপথ্যের কারণ।

ভারত কাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ষষ্ঠ বোলার নিয়েই পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালিয়েছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে পুনের ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া অ্যাঙ্কেলে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। সেই চোট তাঁর বিশ্বকাপই শেষ করে দিয়েছে। পান্ডিয়া না থাকায় ভারতের ষষ্ঠ বোলারের জায়গাটায় কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৪১০ রান তুলেই আসলে ম্যাচটা প্রায় শেষই করে দিয়েছিল ভারত। কোহলি,রোহিতরা বোলিং করে সেই ম্যাচেই পরীক্ষা,নিরীক্ষার অংশ হয়েছেন। এর মাধ্যমে অনেকটাই গুরুত্বহীন এই ম্যাচের সর্বোচ্চ ব্যবহারটাই করেছে ভারত। ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে

স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। পান্ডিয়ার চোট ভারতীয় দলের ভারসাম্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেহেতু পান্ডিয়ার কোনো সঠিক বদলি পাওয়া যাবে না, তাই ভারত বিকল্প ভাবনাটাই ভেবেছে। পান্ডিয়া না থাকায় সূর্যকুমার যাদবকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে ৬ নম্বরে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে শার্দুল ঠাকুরের জায়গায় পেস বোলার হিসেবে একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ শামিকে। কাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর দলের আরও কিছু বোলিং,বিকল্পকে পরখ করে দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করেনি ভারত।

কোহলি বোলিংয়ে এসে ছয় বছর পর প্রথম ওয়ানডে উইকেট তুলে নিয়েছেন। ৩ ওভারের স্পেলে ১৩ রান দিয়ে কোহলি নিয়েছেন ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসের উইকেটটি। বোলিংয়ে ডাকা হয়েছিল শুবমান গিলকেও। ২ ওভারে ১১ রান দিয়েছেন তিনি অফ স্পিন করে। এরপর আসেন সূর্যকুমার যাদব। যদিও সূর্যকুমার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে ৩৬ উইকেট নিয়েছেন এখন পর্যন্ত। কালই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি অফ ব্রেক করেছেন। ২ ওভারে ১৭ রান দিয়েছেন তিনি। এরপর বল হাতে নিজেই আসেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনিও উইকেট পেয়েছেন। ১১ বছর পর তিনি ওয়ানডেতে উইকেট পেলেন।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রোহিত জানিয়েছেন, পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তাঁরা বোলিং করতে এসেছিলেন, 'আমরা ৯ বোলার ব্যবহার করেছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা কিছু বিষয়ে পরীক্ষা,নিরীক্ষা চালিয়েছি। বোলিং ইউনিট হিসেবে আমরা ভিন্ন কিছু করতে চেয়েছি। দেখতে চেয়েছি এই পরীক্ষা,নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কী কী করতে পারি।'

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগে হাতে দুই দিন সময় পাচ্ছে ভারত। ২০১১ সালে ঘরের মাঠে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। এরপর ২০১৫ আর ২০১৯;পরের দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারত বিদায় নিয়েছিল সেমিফাইনাল থেকে।

স্পিনে ডুবেছে পাকিস্তান, মিসবাহ বললেন পিসিবি পরামর্শ শোনেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতা আছে ব্যাটিং, বোলিং,ফিল্ডিং মিলিয়ে সব বিভাগেই। এর মধ্যে বোলিংয়ে ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ স্পিনারদের ছন্দ খুঁজে না পাওয়া। টুর্নামেন্টজুড়ে শাদাব খান, মোহাম্মদ নেওয়াজদের উপস্থিতি বলতে গেলে টেরই পাওয়া যায়নি। দলে নতুন আসা উসামা মিরের সঙ্গে 'অনিয়মিত' ইফতিখার আহমেদ পর্যন্ত শাদাব, নেওয়াজদের চেয়ে ভালো বোলিং করেছেন;এতেই বোঝা যায়, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের স্পিন আক্রমণ কতটা নখদন্তহীন ছিল।

দলের সহ,অধিনায়ক শাদাব ৬ ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট নিয়েছেন। বাঁহাতি স্পিনার নেওয়াজও দুটির বেশি উইকেট পাননি। তুলনায় দলে নতুন আসা লেগ স্পিনার মির ও ইফতিখার শাদাব,নেওয়াজের চেয়ে ভালো করেছেন। দুজনই পেয়েছেন ৪টি করে উইকেট। এই হচ্ছে বিশ্বকাপে পাকিস্তানি স্পিনারদের অবস্থা।

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ,উল,হক জানিয়েছেন, স্পিন বোলিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর এবং আরেক সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজের পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁরা দুজনই বিশ্বকাপ দলে আরও একজন ভালো মানের বিশেষজ্ঞ স্পিনার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের এআরওয়াই নিউজকে দেওয়া

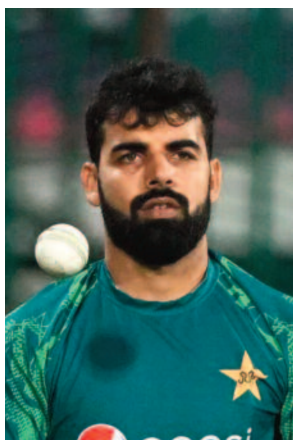

সাক্ষাৎকারে মিসবাহ বলেছেন, 'যখন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ জাতীয় দলের ব্যাপারে আমার ও হাফিজের পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন স্পিন বিভাগ নিয়ে আমরা কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমরা স্পিন নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা পাল্টাতে বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, যেহেতু গত এশিয়া কাপ থেকেই শাদাব ও নেওয়াজের পারফরম্যান্স খুব ভালো নয়, তাই বাড়তি স্পিনার দলের সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমাদের পরামর্শ পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।'

জাকা আশরাফ পিসিবির চেয়ারম্যান হওয়ার পর মিসবাহ, হাফিজ আর প্রধান নির্বাচক ইনজামাম,উল,হককে নিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি জাতীয় দলের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্বে ছিল। বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বাজে পারফরম্যান্সের পর হাফিজ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের কাছে হারার পর প্রধান নির্বাচকের পদ ছেড়ে দেন ইনজামাম, যদিও কারণ ছিল স্বার্থ,সংঘাতের।

মিসবাহ বলেছেন, 'আমি পিসিবিকে বলেছিলাম, দুই স্পিনার দলের জন্য যথেষ্ট নয়। দলের আত্মবিশ্বাসের জন্যও এটি যথেষ্ট নয়। টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত স্পিন বোলিং নিয়ে পরিকল্পনাটা আবারও ভেবে দেখা।'

উপমহাদেশের মাটিতে স্পিন বোলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এমন ভাবনা থেকেই মিসবাহ টিম ম্যানেজমেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, অধিনায়ক বাবর আজম ও কোচ মিকি আর্থার সেই পরামর্শ পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন, 'তাঁদের কিছু পরামর্শ দিতে গেলেই বাবর আর মিকি আর্থার বলতেন, তাঁরা দলে কোনো বদল চান না। এই স্পিনারদের নিয়েই তাঁরা সাফল্য পেয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে এরাই খেলছে, তাঁরা দলকে এলোমেলো করতে চান না। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে ছিলেন তরুণ লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ। তবে খেলার সুযোগ তাঁর হয়নি।

ওয়ানডেতে নিয়মের পরিবর্তন চান স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়ানডে ক্রিকেটে দুই প্রান্ত থেকে দুটি নতুন বল ব্যবহার করা খেলাটাকে আরও বেশি করে ব্যাটসম্যানদের খেলা বানিয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন মিচেল স্টার্ক। দুই প্রান্ত থেকে একটি নতুন বলই ব্যবহার করা উচিত বলে মত অস্ট্রেলিয়ার এই ফাস্ট বোলারের।

এবারের বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচ খেলে ১০ উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। গড় ৪৩.৯০। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৫৫ রান। তাঁর মাপের একজন ফাস্ট বোলারের জন্য পরিসংখ্যানটা সাদামাটাই, বিশেষ করে ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপে তিনি যে ধরনের বোলিং করেছিলেন, তার বিচারে।

স্টার্ক নিজেই স্বীকার করেছেন, এবারের বিশ্বকাপটা তাঁর মান অনুযায়ী কাটেনি। বিশেষ করে তিনি যখন জানেন, কত ওপরে তিনি নিজেকে নিতে পারেন। ৩৩ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলার বিশ্বাস করেন, ওয়ানডে ক্রিকেটে দুই প্রান্তে দুটি নতুন কুকাবুরা বল ব্যবহার করার বিষয়টি তাঁর পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। বিশেষ করে দিনের বেলায় ভারতের উইকেটে সর্বোচ্চ ২৫ ওভারের পুরোনো বল দিয়ে রিভার্স সুইং করানো খুবই কঠিন। স্টার্কের বোলিংয়ের একটা বড় অস্ত্র রিভার্স সুইং। এবারের বিশ্বকাপে স্টার্ক দিনের বেলা পাওয়ার প্লেতে কোনো উইকেট পাননি। তবে তিনি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ফ্লাড লাইটের আলোয় পাওয়ার প্লেতে ঠিকই উইকেট নিয়েছেন।

স্টার্ক ওয়ানডেতে একটা বল ব্যবহার করার পক্ষে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন এভাবে, 'আমি বিশ্বাস করি, ওয়ানডেতে একটা বলই ব্যবহার করা উচিত। দুটি নতুন বল ব্যবহার করলে বোলারদের শক্ত বলেই বোলিং করতে হয়। ভারতে দেখেছেন, মাঠগুলো খুব বড় নয়। উইকেটও একেবারে ব্যাটিং উপযোগী।' স্টার্ক দুই প্রান্তে একটি বল ব্যবহার করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে, 'ক্রিকেটে উইকেট এখন অনেক বেশি ব্যাটিংবান্ধব। আপনারা যদি ক্রিকেটের পুরোনো ম্যাচের ফুটেজ দেখেন, তাহলে দেখবেন, একটা বল দিয়ে যখন খেলা হতো, তখন বোলাররা রিভার্স সুইং দিয়ে ব্যাটিং উপযোগী উইকেটেও নিজেদের ম্যাচে ফেরাতে পারত। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ওয়ানডে, বিশেষ করে টি,টোয়েন্টি ক্রিকেট এখন পুরোপুরি ব্যাটসম্যানদের খেলায় পরিণত হয়েছে।' ভারতে শুধু গতি দিয়ে যে বোলারদের তেমন কিছু করার নেই, অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার বলছেন সেটি, 'আমি মনে করি এখানে অনেক কিছু আছে। অনেক জিনিসের ওপর আপনার সাফল্য নির্ভর করে। ভারতের মাটিতে গতিই সব কিছু নয়।' গতি ছাড়াও আর যেসব জিনিস বোলারদের সাফল্য,ব্যর্থতার অনুষঙ্গ, সেটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন স্টার্ক, 'এখানে বিভিন্ন কৌশল দরকার হয়। বোলারদের বৈচিত্র্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আইসিসির 'হল অব ফেমে' ডি সিলভা, শেবাগ, এদুলজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেয়েছেন ক্রিকেট ইতিহাসের তিন কিংবদন্তি। তাঁরা হলেন অরবিন্দ ডি সিলভা, বীরেন্দর শেবাগ ও ডায়ানা এদুলজি। এক বিবৃতিতে এ তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। ১৯৯৬ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল অরবিন্দ ডি সিলভার। লাহোরের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন অনবদ্য এক শতক। শ্রীলঙ্কার সোনালি প্রজন্মের এই তারকা খেলেছেন ৯৩ টেস্ট আর ৩০৮ ওয়ানডে। টেস্টে ৬ হাজার আর ওয়ানডেতে ৯ হাজারের ওপরে রান করেছেন তিনি। ক্রিকেটীয় ব্যাকরণ মেনেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলতেন ডি সিলভা। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারতের বিপক্ষে প্রাথমিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ব্যাটিংয়ে নেমে পাল্টা আক্রমণ করে ডি সিলভার সেই ব্যাটিং স্মরণীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে। আরেক বিশ্বকাপজয়ী ভারতের বীরেন্দর

শেবাগ। ২০১১ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর রান ১৭ হাজারেরও বেশি। ভারতের হয়ে অবশ্য প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা জিতেছিলেন ২০০৭ সালের প্রথম টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ভারতের হয়ে ১০৪টি টেস্ট, ২৫১ ওয়ানডে আর ১৯টি টি,টোয়েন্টি খেলেছেন শেবাগ।

ডায়ানা এদুলজির অসামান্য অবদান ভারতের নারী ক্রিকেটে। ৩০ বছরের ক্যারিয়ার তাঁর। খেলেছেন ২০ টেস্ট আর ৩৪ ওয়ানডে। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে এই তিন ক্রিকেটারকে। এখন পর্যন্ত নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ১১২ ক্রিকেটারকে 'হল অব ফেমে' অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি।

বিশ্বকাপে এবার দুর্দান্ত 'তিকিতাকা' ক্রিকেট খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আধুনিক ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের ধরনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এসব ধরনকে নানা ধরনের টার্ম দিয়ে চেনানো হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ড যেমন লাল বলের ক্রিকেটে 'বাজবল' ধারণার প্রয়োগ করে ক্রিকেট দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলেছে। এমনকি কলিন্সের অভিধানেও যুক্ত হয়ে গেছে শব্দটি। মজার ব্যাপার হলো, ইংল্যান্ডের নারীদের ক্রিকেটে এই শব্দকেই খানিকটা পাল্টে বলা হচ্ছে 'জনবল'। ইংল্যান্ড নারী দলের কোচ জন লুইসের নামে এই নামকরণ করেছেন ব্যাটার ন্যাট শিভার,বার্নট।

আফগানিস্তানের ওপেনিং ব্যাটসম্যান রহমানুল্লাহ গুরবাজের ব্যাটিং ধরনকে বলা হচ্ছে 'গুরবাজবল'। সেই ধারাবাহিকতায় এবার উঠে আসছে ফুটবলও এবং তা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাহ, দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য ক্রিকেট মাঠে নেমে ফুটবল খেলছে না। সেটা সম্ভবও নয়। ফুটবল খেলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার আলাদা একটি দলও আছে। অনেক সময় অনুশীলনে যদিও ফুটবল খেলা হয়, তবে এই নামকরণের বিষয়টির প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

বিশ্বকাপে এবার দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগে ব্যাট করা কোনো ম্যাচে ৩০০, এর নিচে রান করেনি তারা। নিজেদের এই ব্যাটিংদর্শন মূলত ফুটবল খেলার কৌশল 'তিকিতাকা' থেকে নেওয়ার কথা বলছে তারা। ২০০৬ সালের পর থেকে স্পেন ফুটবল দল এবং বার্সেলোনা ক্লাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই কৌশল। 'তিকিতাকা' কৌশলে খেলে ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন। আর পেপ গার্দিওলা এই তিকিতাকা কৌশলে খেলিয়ে বার্সেলোনাকে পরিণত করেছিলেন অজেয় এক দলে। এই কৌশলে সাধারণত বলের দখল বেশির ভাগ সময় নিজেদের কাছে রেখে ছোট ছোট পাসে আক্রমণে গিয়ে গোল আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ক্রিকেটের 'তিকিতাকা' কৌশল অবশ্য সরাসরি ফুটবলের 'তিকিতাকা' থেকে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। ক্রিকেটে মূলত দর্শনগত জায়গা থেকে এই কৌশলের আত্মীকরণের কথা বলা হচ্ছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক এনোখ এনকেউইকে দলের নতুন এই আত্মপরিচয় নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'আমি বার্সেলোনা দলের বড় ভক্ত। আমি তিকিতাকার ভক্ত।' এ সময় নিজেদের খেলায় তিকিতাকার আত্মীকরণ নিয়ে এনকেউই ব্যাখ্যা করেন, 'নিজেদের চাপের মধ্যে না রেখে খেলা পুনর্গঠন করা এবং ম্যাচকে সামনে এগিয়ে নেওয়া।'

উদাহরণ হিসেবে এনকেউই বলেন, এ বছরের মার্চে টি, টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ২৫৯ রান তাড়া করে জেতার কথা। যেখানে ওপেনিংয়ে ১৫২ রানের জুটি গড়েন কুইন্টন ডি কক এবং রিজা হেনড্রিকস। পরে দারুণভাবে ম্যাচের ইতি টানেন এইডেন মার্করাম ও হাইনরিখ ক্লাসেন। ম্যাচটি নিয়ে এনকেউই বলেন, 'কুইনি (ডি কক) ও রিজা যে জুটি গড়েছিল, সেটা আগ্রাসী ছিল কিন্তু বেপরোয়া নয়। তারা দারুণ ক্রিকেটীয় শট খেলেছে। কিন্তু এরপর আমরা দ্রুত উইকেট হারাই। এটি অনেক পজেশন (দখল) হারানো এবং কীভাবে সেটি পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিতে হয় সেটিরই প্রতিফলন।'

সেদিন ডি কক, হেনড্রিকস ও রাইলি রুশো মাত্র ১৩ বলের মধ্যে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বিনা উইকেটে ১৫২ রান থেকে ১৯৩ রানে ৩ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা।

দ্রুত ৩ উইকেট হারালেও এর মধ্যে তিনটি চার ও চারটি ছক্কায় প্রয়োজনীয় রান রেট ধরে রাখতে পেরেছিল। যে কারণে ইনিংসের পুনর্গঠন বা বলের দখল নেওয়াও সহজ হয়েছে। এনকেউই বলেন, 'এইডেন আর ক্লাসেন কোনো চার, ছক্কা ছাড়া ৭ বল খেলে ফেলেছিল, কিন্তু এরপরও তারা এমন অবস্থানে ছিল, যেখান থেকে আক্রমণে যেতে পারত। যেভাবে আমরা অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, যেভাবে আমরা চেষ্টা করেছি এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়েছি, তা আমাদের মানসিকতাকে তুলে ধরে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে না দেওয়া, ম্যাচ জেতার সুযোগ তৈরি করা এবং সেটা জিতে নেওয়াই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।'

নিজেদের খেলার এই ধরনকে আরও একটি প্রতীকী শব্দবন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন এনকেউই, যেটি হচ্ছে 'আর্টিস্টিক হান্টার' বা শৈল্পিক শিকারি। সেটি কেমন, এনকেউই তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা শৈল্পিক হওয়ার কথা বলি, যা কিনা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খুবই সৃজনশীল হওয়ার কথা বলে। কিছু কিছু খেলোয়াড়কে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কিছু কাজে নিজেদের মতো করেই খুব ভালো। শৈল্পিক হওয়া মানে বিচক্ষণ হওয়াও বোঝায়। আর একই সঙ্গে আমাদের শিকারি মানসিকতাও আছে, যা মূলত আক্রমণাত্মক এবং আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে নিজেদের রক্ষার কথা বলে। সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি আর্টিস্টিক হান্টার বা শৈল্পিক শিকারি।'

খেলার এই ধরন কিংবা কৌশলের কথা প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা দল, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'প্রোটিয়া ফায়ার', এর কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ফুল 'প্রোটিয়া' প্রথম ফুটেছিল জঙ্গলে আগুন লাগার পর। এই ফুলকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হতো। এর অর্থ এটাও যে তাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে এবং এ কারণেই সম্ভবত এনকেউইকে বলেছেন, 'আমাদের সব সময় দেখা হয়েছে রিঅ্যাক্টর হিসেবে।'

নতুন কৌশলের উদ্দেশ্য কিন্তু এর বিপরীত। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে কীভাবে ব্যাটিং করেছে, তা খতিয়ে দেখলেই এটি বোঝা যাবে। প্রথম ছয় ব্যাটসম্যান রান করার নতুন পদ্ধতি ও জায়গা খুঁজে পেয়েছেন। ডি কক যেমন মন্থরগতিতে শুরু করতে দ্বিধা বোধ করেন না। টেম্বা বাভুমা আবার আগ্রাসী ব্যাটিং করেন। ফন ডার দুসেন কাজ করেন সুইপ শট দিয়ে।

মার্করাম আবার তুলনামূলকভাবে আগ্রাসী। ক্লাসেনও নিয়মিত বড় শটে খেলা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ডেভিড মিলার আবার স্ট্রাইক রোটেট করায় বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। আর নিচের দিকে মার্কো ইয়ানসেনসহ অন্যরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে ব্যাটিংয়ের কাজ করছেন। রানতাড়ায় চাপের মুখে কীভাবে রানের গতি সচল রাখতে হবে, তা, ও তারা করার চেষ্টা করছে। এটা যে সব সময় কাজ করছে, তা অবশ্য নয়।

কিন্তু পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তারা সেটি করে দেখিয়েছে। এর অর্থ কীভাবে চাপ সামলাতে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা তা কিছুটা হলেও শিখেছে। হ্যাঁ এটাও ঠিক যে আগে ব্যাট করার সময়ই এই কৌশলের সেরা রূপটা দেখা যায়। এখন নিজেদের শৈল্পিক শিকারি রূপটা আর দুটি ম্যাচে মাঠে নেমে ঠিকঠাক বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপাটা প্রোটিয়াদের হাতে ওঠা একেবারেই অসম্ভব নয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**